CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 30 November, 2023 ■ আগরতলা ৩০ নভেম্বর ২০২৩ ইং ■ ১৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

উজ্জ্বল আগামীর অভিমুখ

ভারত জি-২০ প্রেসিডেন্সি এবং একটি নতুন বহু পাক্ষিকতার ভোর

- নরেন্দ্র মোদী

ভারতের জি-২০'র সভাপতিত্ব গ্রহণের ৩৬৫ দিন পূর্ণ হল আজ। এটি "বসুধৈব কুটুম্বকম", "এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যত"-এর চেতনাকে প্রতিফলিত, পুনরায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং পুনরুজ্জীবিত করার একটি মুহূর্ত।

গত বছর যখন আমরা এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলাম, তখন বৈশ্বিক দৃশ্যপট বহুমুখী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি ছিল: কোভিড-১৯ মহামারী থেকে উত্তোরণ, জলবায়ুর ক্রমবর্ধমান প্রতিকূলতার হুমকি, আর্থিক অস্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির ঋণ সংকট। সংঘাত এবং প্রতিযোগিতার মধ্যে, উন্নয়ন সহযোগিতা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল।

জি-২০র চেয়ার গ্রহণ করার পর ভারত বিশ্বকে স্থিতাবস্থার বিকল্প দিতে চেয়েছিল, জিডিপি-কেন্দ্রিক থেকে মানব-কেন্দ্রিক অগ্রগতির দিকে স্থানান্তরিত করতে চেয়েছিল। ভারত বিশ্বকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিল যে কী আমাদের বিভাজিত করছে, তার চেয়ে বড় কথা কী আমাদের ঐক্যবদ্ধ করছে। পরিশেষে, আন্তর্জাতিক আলোচনার অগ্রগতি হয়েছিল - অল্প কয়েকজনের স্বার্থের চেয়ে অধিকাংশের আকাঙ্ক্ষাকে পথ দেখাতে হচ্ছিল। এর জন্য বহুপাক্ষিকতার একটি মৌলিক সংস্কারের প্রয়োজন ছিল যেমনটি আমরা জানতাম।

অন্তর্ভুক্তিমূলক, উচ্চাভিলাষী, কর্মমুখী এবং সিদ্ধান্তমূলক - এই চারটি শব্দ জি-২০ সভাপতি হিসাবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সংজ্ঞায়িত করেছে এবং জি-২০'র সকল সদস্যের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত নয়াদিল্লি নেতাদের ঘোষণা (এনডিএলডি) এই নীতিগুলি বাস্তবায়নে আমাদের অঙ্গীকারের প্রমাণ।

অন্তর্ভুক্তি আমাদের পৌরহিত্যের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। জি-২০'র স্থায়ী সদস্য হিসেবে আফ্রিকান ইউনিয়নের (এইউ) অন্তর্ভুক্তির ফলে ৫৫টি আফ্রিকান দেশ এই ফোরামে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই সক্রিয় অবস্থান বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগগুলির উপর আরও বিস্তৃত আলোচনাকে উৎসাহিত করেছে।

দুই সংস্করণে ভারত আয়োজিত প্রথম "ভয়েস অব দ্য গ্লোবাল সাউথ সামিট" বহুপাক্ষিকতার একটি নতুন ভোরের সূচনা করেছে। ভারত আন্তর্জাতিক আলোচনায় দক্ষিণ বিশ্বের উদ্বেগকে মূলধারায় নিয়ে এসেছে এবং এমন একটি যুগের সূচনা করেছে যেখানে উন্নয়নশীল দেশগুলি বৈশ্বিক আখ্যান গঠনে তাদের ন্যায্য স্থান গ্রহণ করেছে।

অন্তর্ভুক্তিকরণ জি-২০"র প্রতি ভারতের অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিভঙ্গিকেও যুক্ত করেছিল। এটি জনগণের প্রেসিডেন্সিতে পরিণত হয়েছিল যা বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'জন অংশীদারি' (জনগণের অংশগ্রহণ) ইভেন্টগুলির মাধ্যমে, জি ২০ সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে অংশীদার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে ১.৪ বিলিয়ন নাগরিকের কাছে পৌঁছেছে। এবং মৌলিক উপাদানগুলির উপর, ভারত নিশ্চিত করেছে যে আন্তর্জাতিক মনোযোগ জি ২০'র ম্যান্ডেটের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বৃহত্তর উন্নয়নমূলক লক্ষ্যগুলির দিকে পরিচালিত হবে।

২০৩০ এজেন্ডার গুরুত্বপূর্ণ মধ্যবিন্দুতে ভারত সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য জি-২০ ২০২৩ অ্যাকশন প্ল্যান প্রদান করেছে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, লিঙ্গ সমতা এবং পরিবেশগত স্থিতিশীলতা সহ আন্তঃসংযুক্ত ইস্যুগুলিতে ক্রস-কাটিং, অ্যাকশন-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে।

এই অগ্রগতির একটি মূল ক্ষেত্র হল শক্তিশালী ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (ডিপিআই)। এখানে আধার, ইউপিআই এবং ডিজিলকারের মতো ডিজিটাল উদ্ভাবনের বৈপ্লবিক প্রভাব প্রত্যক্ষ করে ভারত তার সুপারিশগুলিতে নির্ণায়ক ছিল। জি-২০'র মাধ্যমে আমরা সফলভাবে ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিপোজিটরি সম্পন্ন করেছি, যা বৈশ্বিক প্রযুক্তিগত সহযোগিতার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। ১৬টি দেশের ৫০টিরও বেশি ডিপিআই সম্বলিত এই সংগ্রহস্থলটি দক্ষিণ বিশ্বকে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির শক্তি উন্মোচনে ডিপিআই তৈরি, গ্রহণ এবং মাত্রা প্রদান করতে সহায়তা করবে।

আমাদের পৃথিবীর জন্য, আমরা জরুরি, স্থায়ী এবং ন্যায়সঙ্গত পরিবর্তন তৈরির জন্য কতগুলি উচ্চাভিলাষী এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক লক্ষ্য চালু করেছি। ঘোষণাপত্রের "গ্রিন ডেভেলপমেন্ট প্যাক্ট" ক্ষুধা মোকাবেলা এবং গ্রহকে রক্ষা করার মধ্যে যে কোনো একটি বেছে নেওয়ার চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করে, একটি বিস্তৃত রোডম্যাপের রূপরেখা তৈরি করে যেখানে কর্মসংস্থান এবং বাস্তুতন্ত্র প্রশংসামূলক, জলবায়ু সচেতন এবং উৎপাদন গ্রহ-বান্ধব। জি-২০ ঘোষণাপত্রে ২০৩০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানি সক্ষমতা তিনগুণ বাড়ানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। গ্লোবাল বায়োফুয়েলস অ্যালায়েন্স প্রতিষ্ঠা এবং গ্রিন হাইড্রোজেনের জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টার সাথে মিলিত, একটি পরিচ্ছন্ন, সবুজ বিশ্ব গড়ে তোলার জন্য জি ২০'র উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনস্বীকার্য। এটা সবসময়ই ভারতের নীতি এবং লাইফস্টাইল ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্টের (লাইফ) মাধ্যমে আমাদের বহু বছরের পুরনো সুস্থায়ী ঐতিহ্য থেকে উপকৃত হতে পারে বিশ্ব।

উপরন্তু, ঘোষণাটি জলবায়ু ন্যায়বিচার এবং সমতার প্রতি আমাদের অঙ্গীকারকে তুলে ধরেছে, গ্লোবাল নর্থের কাছ থেকে যথেষ্ট আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তার আহ্বান রেখেছে। প্রথমবারের মতো, উন্নয়ন অর্থায়নের মাত্রায় প্রয়োজনীয় কোয়ান্টাম বৃদ্ধির স্বীকৃতি পাওয়া গেছে, বিলিয়ন ডলার থেকে ট্রিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। জি-২০ স্বীকার করেছে যে উন্নয়নশীল দেশগুলি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষিমন্ত্রী

রাজ্যে ৭ হাজার হেক্টর জমিতে পামওয়েল চাষ করার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। ন্যাশনাল মিশন অন এডিবেল ওয়েল - ওয়েল পাম প্রকল্পে ত্রিপুরায় ২০২৬-২৭ সালের মধ্যে কমপক্ষে ৭ হাজার হেক্টর জমি পাম ওয়েল চাষের আওতায় আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আজ সচিবালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষি ও কৃষক কল্যাণমী রতনলাল নাথ এই সংবাদ জানান। তিনি জানান, রাজ্যের কৃষকদের আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি তাদের আয় আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্য সরকার পাম ওয়েল চাষে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। ভারতে পাম ওয়েল সম্ভাবনাময় একটি নতুন ফসল। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, থাইল্যাণ্ড এবং কম্বোডিয়ায় বিশ্বের ৯০ শতাংশেরও বেশি পাম ওয়েলের উৎপাদন হয়। কৃষিমী জানান, ভারত ২০২০-২১ সালে প্রায় ১৩৩.৫২ লক্ষ মেট্রিক টন ভোজ্য তেল আমদানি করেছে যার মূল্য প্রায় ৮০ হাজার কোটি টাকা। সমস্ত আমদানিকৃত ভোজ্য তেলের

মধ্যে পাম ওয়েলের অংশ প্রায় ৫৬ শতাংশ। অর্থাৎ ৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন। ভোজ্য তেলে আত্মনির্ভরতার পাশাপাশি আমদানি কমাতে ভারত সরকার পাম ওয়েল চাষে গুরুত্ব দিয়েছে। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে বর্তমানে পাম ওয়েল চাষ হচ্ছে ৩৮,৯৯২ হেক্টরে। ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের জলবায়ু, বৃষ্টিপাত, মাটি ইত্যাদি পাম ওয়েল চাষের জন্য অনুকূল। কৃষি মী জানান, ২০২০ সালে আইসিএআর-আইআইওপিআর পুনঃমূল্যায়নের কমিটি ডিজিটাল ম্যাপিং এর মাধ্যমে রাজ্যে পাম ওয়েলের চাষযোগ্য এলাকা সম্পসারণের জন্য ১,৪৬,৩৬৪ হেক্টর জমি চিহ্নিত করেছিল।

সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষিমী জানান, ন্যাশনাল মিশন অন এডিবেল ওয়েল - পাম ওয়েল প্রকল্প বাস্তবায়ণে রাজ্যের কৃষি দপ্তরের সাথে দেশের দুটি কৃষি উৎপাদক সংস্থা যথাক্রমে গোদরেজ এগ্রোভেট লিমিটেড এবং পতঞ্জলি ফুড প্রাইভেট লিমিটেড মৌ স্বাক্ষর করেছে। ইতিমধ্যেই গোদরেজ এগ্রোভেট লিমিটেড ধলাই জেলার নালকাটাতে সরকারি বাগানে ৬.৫ হেক্টর এলাকায় একটি নার্সারি স্থাপন করেছে যেখানে বিদেশী জাতের ১,৫০,০০০টি এবং ৬০০০টি দেশীয় পাম ওয়েলের চারা উৎপাদন করেছে। গোদরেজ এগ্রোভেট লিমিটেড এই বছর অন্ধ্র প্রদেশ থেকে আনা পাম ওয়েলের চারা ব্যবহার করে কৃষকদের মাধ্যমে রাজ্যে ৫২.০১ হেক্টর জমিতে পাম ওয়েলের চারা রোপণ করেছে। পতঞ্জলি ফুড প্রাইভেট লিমিটেডও এই বছর মোট ৪.৩১ হেক্টর জমিতে পাম ওয়েলের চারা রোপণ করেছে। রাজ্যে মোট ৫৬.৩৫ হেক্টর পাম ওয়েল চাষের এলাকা সম্পসারণ করা হয়েছে।

তিনি জানান, রাজ্যে কৃষি বিভাগের ১৮ জন অফিসারকে ইতিমধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে পাম ওয়েলের উপর প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়েছে। এছাড়া এখন পর্যন্ত রাজ্যের ২,১২৩ জন কৃষককে পাম ওয়েল চাষের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ১,০৭৬ জন কৃষক ইতিমধ্যেই পাম ওয়েল চাষের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তিনি জানান, ২০২১ সালের নভেম্বরে ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় স্পনসর্ড স্কিম ন্যাশনাল মিশন অন এডিবেল ওয়েল-ওয়েল পাম প্রকল্পটি চালু করা হয়। এই প্রকল্পে পাম ওয়েল চাষিদের জন্য বিভিন্ন সহায়তাগুলি নিয়েও তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি আরও জানান, ভারত সরকার ১লা নভেম্বর ২০২১ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০৩৭ সাল পর্যন্ত পাম ওয়েল চাষিদের জন্য তাজা ফলের গুচ্ছের মূল্যের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। এই বছর নিশ্চিত মূল্য প্রতি কেজিতে ১৩.৩৪ টাকা। চার বছর পর থেকে পাম ওয়েল থেকে উৎপাদন শুরু হয়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিল্লিতে আটকে পড়া তীর্থযাত্রীদের ফিরিয়ে আনতে সরকারের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। রাজ্যের তীর্থযাত্রীদের একটি দল সম্পতি বৃন্দাবন সহ অন্যান্য তীর্থক্ষেত্র পরিভ্রমণ করে নয়াদিল্লিতে ফিরছিলেন। কিন্তু নয়াদিল্লি রেলস্টেশনে নির্ধারিত সময়ে ট্রেন না ধরতে পারার কারণে তারা আটকে পড়েন এবং দুর্দশার সম্মখীন হন। মুখ্যমী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার দ্রত হস্তক্ষেপে আটকে পড়া তীর্থযাত্রীদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়। রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরের উদ্যোগে আটকে পড়া ১৩৬ জন তীর্থযাত্রীদের সরকারি খরচে তেজস

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ নভেম্বর।। খোয়াই তেলিয়ামুড়া সড়কের মহাদেব টিলায় দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয়েছে এক কলেজ ছাত্র। তার ডান পায়ের গোড়ালি ভেঙে গেছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, এদিন দুপুরে খোয়াই দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজের ছাত্র সুবীর দেবনাথ(১৯) কলেজ থেকে নিজের মোটর বাইক চালিয়ে পূর্ব চেবরীর বৃন্দাবনঘাটে তার বাড়িতে ফিরছিল।

মহাদেবটিলা বাজারে বিপরীত দিক থেকে আসা অপর একটি মোটর বাইকের সাথে তার বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলে বাইক

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বুধবার উনকোটি জেলা সফর শেষে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারম কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী সত্যপাল সিং বাঘেল সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি। সাথে ছিলেন মন্ত্রী টিংকু রায় ও সুভাংশু দাস। ছবি-নিজস্ব।

সহায়তার আশ্বাস

পিতার চিকিৎসার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে মৈত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে অন্যান্য দিনের মতো আজও মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা জনগণের নানাবিধ সমস্যা, অভাব

ও অভিযোগ শুনেন। এরমধ্যে সিংহভাগই এসেছেন চিকিৎসা সংক্রান্ত আর্জি নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে আসা প্রত্যেকের সমস্যা নিরসনে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত আন্তরিক। আজ মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে বাধারঘাট শ্রীপল্লীর মৈত্রেয়ী পাল তার বাবার চিকিৎসা সংক্রান্ত আর্জি নিয়ে মুখ্যমীর সঙ্গে দেখা করেন। তার বাবা গত তিন বছর ধরে কিডনি সংক্রান্ত রোগে ভুগছেন। তার বাবাকে সপ্তাহে দুই দিন ডায়ালিসিস করাতে হয়। তার বাবাই পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি। অসুস্থতার কারণে তার বাবা বর্তমানে কোনও কাজকর্ম করতে পারে না। ফলে ২৪ বছর বয়সী মৈত্রেয়ী পাল সংসারের হাল ধরার জন্য স্বল্প বেতনে একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজে নিয়োজিত হয়েছেন। এই বেতনে তার বাবার চিকিৎসার খরচ মেটাতে ও সংসার চালাতে খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়েছেন তিনি। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আজ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তার আর্জি জানান। মুখ্যমী মৈত্রেয়ী পালের বাবার চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখে জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বটতলা বাজার পরিদর্শনে বামেরা

অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়ীদের আর্থিক সহায়তার দাবি জীতেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। বটতলার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এখন পর্যন্ত সরকারের তেমন কোন আর্থিক সহযোগিতা পরিলক্ষিত করা যাচ্ছে না। অগ্নিকাণ্ডের তিনদিনের মাথায় আজ বটতলা বাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে এই অভিযোগ করেছেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন্দ্র চৌধুরী। এদিন তিনি বটতলা বাজারে আগুনে পুড়ে যাওয়া দোকানগুলি পরিদর্শন করেন। উনার সঙ্গে ছিলেন পশ্চিম জেলা সম্পাদক রতন দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। তিনি বলেন, যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের মধ্যে অনেকেরই দোকান কাঁচামালের। পাশাপাশি রয়েছে বহু স্থায়ী দোকানদার। এর মধ্যে অধিকাংশ ব্যবসায়ীর ইন্সুরেন্স নেই।

ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী এবং মেয়র এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে গেছেন। তাই সরকার থেকে যাতে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয় এবং বাজারে যাতে নতুন নতুন ব্যবস্থাযুক্ত করে মাস্টার প্ল্যান করা হয় তার জন্য সরকারের কাছে দাবি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাজার পরিদর্শনে মেয়র

বটতলা বাজারকে আধুনিক ভাবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। বটতলা বাজারকে আধুনিক বাজারে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। আজ বটতলা বাজার পরিদর্শনে গিয়ে একথা বলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। পাশাপাশি বাজার পরিদর্শনে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সাথে কথাবার্তা বলেন তিনি।

প্রসঙ্গত,গত রবিবার গভীররাতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে বটতলা বাজারের প্রায় দেড়শ সবজির দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। এছাড়াও ১৫ থেকে ২০টি মুদির দোকান সহ অন্যান্য দোকানও ওই অগ্নিকান্ডে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে। রাত আনুমানিক প্রায় ১টা নাগাদ এই অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়েছে বলে জানা গেছে। আজ বটতলা বাজার পরিদর্শনে গিয়ে একথা বলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।

এদিন তিনি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সাথে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। এদিন তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, মূলত আজকের বৈঠকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সরকারি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রজব আলীর মৃত্যুকে ঘিরে উত্তপ্ত এলাকা

দোষীদের শাস্তির দাবিতে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৯ নভেম্বর।। রজ্জব আলী মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবিতে উদয়পুর-কিল্লা সড়ক অবরোধ করেন গ্রামবাসী। এদিন রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে দোষীদের ফাঁসির দাবিতে পথ অবরোধে বসে এলাকার লোকজন। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পরে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মোতায়ন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছেন এলাকার বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া।

উল্লেখ, অটো চালানোকে কেন্দ্র করে সামান্য

বাকবিতন্ডা থামাতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। গতকাল রাতে উদয়পুর এগ্রিকালচার চৌমুহনী রাঙামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার যুবক আক্তার হোসেন একটি অটো রিকশা চালিয়ে আসছিল। তখন ওই এলাকার বাসিন্দা কালু সাহা আচমকা আক্তার হোসেনকে মারধর শুরু করে বলে অভিযোগ পরিবারের সদ্যসদের। কালুর সাথে বলাই দাস নাম আরেক যুবক ওই ঘটনার সাথে জড়িত ছিল। দুই পক্ষের মারামারির খবর পেয়ে পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন আক্তার হোসের মামা রজ্জব আলী। ওই ঘটনায় রজ্জব আলী মারামারি না করার জন্য বলতেই কালু সাহা, বলাই দাস সহ কয়েক জন মিলে রজ্জব আলীকে মারতে থাকে। এক সময় রজ্জব আলী (৬০) মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিরল প্রজাতির প্রাণী ঘিরে কৌতূহল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৯ নভেম্বর।। বিরল প্রজাতির প্রাণী ঘিরে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার বাশ পাড়া এলাকায় জনগণের মনে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। বিরল প্রজাতির প্রানী উদ্ধার হয় বিলোনিয়া বাঁশ পাড়া কলোনী এলাকায়।

দেখতে অনেকটা পেঁচার মতো হলেও মানুষ সচরাচর এই পেঁচা দেখেনি।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৭০ ◻ সংখ্যা ৫৪ ◻ ৩০ নভেম্বর ২০২৩ইং ◻ ১৩ অগ্রহায়ণ ◻ বৃহস্পতিবার ◻ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

মণিপুরে শান্তিচুক্তি

উন্নয়নের অন্যতম মূল শর্ত হইল শান্তি। শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ ছাড়া কোন দেশ রাজ্য কিংবা সমাজের সার্বিক উন্নয়ন কোনদিনই সম্ভব হইবে না। হাতের অস্ত্র তুলিয়া নিয়া সন্ত্রাসবাদে যুক্ত হইলেই কোন জাতির জাতিসত্তা বিকাশ কিংবা উন্নয়ন কোনদিনই সম্ভব নয়। বিলম্বে হইলেও বিপদ ক্যামেরা তাহা একসময় বুঝিতে সক্ষম হয়। অবশ্য এইজন্য সরকার ও প্রশাসনকে প্রয়াস চালাইতে হয়। এক সময় না একসময় সেই প্রয়াস বাস্তবায়িত হয়। আর তখনই অস্ত্রচারিয়া সন্ত্রাসীরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসে। সন্ত্রাসবাদ যে কোনভাবেই সমস্যার সমাধানের পথ নয় তাহা দাঙ্গা বিধ্বস্ত মনিপুরের সন্ত্রাসীরা বিলম্বে হইল বুঝিতে সক্ষম হইয়াছে। সেই কারণেই কেন্দ্রীয় সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়া তাহারা আলোচনায় শামিল হইয়াছে। তারা শীঘ্রই অস্ত্র ছাড়িয়া স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসিবার অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছে। বিশেষ করিয়া উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্য গুলির জন্য সুখের খবর। গত কয়েক মাস ধরিয়া মনিপুরে যে অশান্তির বিশ বাষ্প প্রভাবিত হইতেছিল তাহা কাটাইয়া শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশ ফিরিয়া আসিবে বলিয়াই উত্তর পূর্বাঞ্চলের শান্তিকামী জনগণ এবং সরকার আশাবাদী। দাঙ্গাবিধ্বস্ত মণিপুরে শান্তি ফিরাইতে সাফল্য আসিয়াছে। অস্ত্র ত্যাগ করিবার সিদ্ধান্ত নিল অন্যতম প্রধান বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন ইউএনএলএফ। বুধবার দিল্লিতে শান্তি চুক্তি সই করিয়াছেন সংগঠনের সদস্যরা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানান, উত্তর-পূর্ব ভারতে শান্তি ফিরাইতে নিরলস প্রচেষ্টা চালাইয়া গিয়াছে মোদি সরকার। তাহার পরেই এই ঐতিহাসিক সাফল্য। উল্লেখ্য, প্রায় ৬০ বছর ধরিয়া সার্বভৌম মণিপুরের দাবিতে আন্দোলন চালাইয়াছে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী। বুধবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে ইউএনএলএফের শান্তি চুক্তির খবর প্রকাশ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অস্ত্র ফেলিয়া দিয়াছেন সংগঠনের সদস্যরা।সেই ভিডিও প্রকাশ করেন তিনি। উল্লেখ্য, গত ৩ মে থেকে জাতি সংঘর্ষে উত্তাল গোটা মণিপুর। কুকি-মেতেই সংঘর্ষে মৃতের সংখ্যা ১৫০ পেরিয়েছে। সেরাজ্যে শান্তি ফিরাইতে যথেষ্ট উদ্যোগ নিতেছে না কেন্দ্র, একাধিকবার এমন অভিযোগ আনিয়াছে বিরোধীরা।সেই সংঘর্ষের পরে এই প্রথমবার শান্তির আভাস মণিপুরে। অমিত শাহ টুইট করিয়া জানান, "উত্তর-পূর্বে শান্তি ফিরাইতে নিরলস প্রচেষ্টা করিয়াছে মোদি সরকার। সেই প্রচেষ্টায় নয়া অধ্যায় ইউএনএলএফের শান্তি চুক্তি। মণিপুরের সবচাইতে পুরনো বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন ইউএনএলএফ হিংসা ছাড়িয়া মূলস্রোতে ফিরিতে রাজি হইয়াছে। গণতন্ত্রের পথে তাঁহিদের স্বাগত জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আগামী দিনের জন্য তাঁহাদের শুভেচ্ছাও জানান ইউএনএলএফের চুক্তির দিনই মণিপুরে মেতেই গোষ্ঠীগুলোর উপরে নিষেধাজ্ঞা বাড়াইতে চাহিয়া ট্রাইব্যুনাল গঠন করিয়াছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। মণিপুরের সাম্প্রতিক হিংসায় অন্যতম অভিযুক্ত হিসাবে উঠিয়া আসিয়াছে এই সংগঠনগুলোর নাম। ইতিমধ্যেই তাহাদের নিষিদ্ধ করা হইয়াছে ইউএপিএ আইনের ধারায়। আরও পাঁচ বছরের জন্য তাহাদের নিষিদ্ধ করিতে চায় কেন্দ্র।

প্রয়াত আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতি চার্লস টি. মুঙ্গের

ওয়াশিংটন, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : প্রয়াত আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতি এবং বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের ভাইস চেয়ারম্যান চার্লস টি. মুঙ্গের। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৯ বছর। মঙ্গলবার রাতে ক্যালিফোর্নিয়ার বারবারা সান্তায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

বুধবার বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে এক বিবৃতিতে চার্লস টি মুঙ্গারের মৃত্যুর খবর জানান। বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে কোম্পানিতে দিনরাত কাজ করার জন্য আইন পেশা ছেড়ে দিয়েছিলেন মুঙ্গের। এবং নিউ ইংল্যান্ড টেক্সটাইল কোম্পানিকে সফল বিনিয়োগ সংস্থা বার্কশায়ার হ্যাথাওয়েতে রূপান্তরিত করেছিলেন। লস অ্যাঞ্জেলেসে তার একটি বাড়িও ছিল। ফোর্বসের মতে, বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের তালিকায় চার্লস ১৮২ তম স্থানে ছিলেন। তার মোট সম্পদ ছিল ২.৬ ডলার বিলিয়ন। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

রাতের তাপমাত্রা ফের নামল কাশ্মীরে, কনকনে ঠান্ডায় গুলমার্গ কাঁপছে মাইনাস ১.৮ ডিগ্রিতে

শ্রীনগর, ২৯ নভেম্বর (হি.স.): রাতের তাপমাত্রা ফের নামল কাশ্মীরে। মঙ্গলবার রাতে কাশ্মীরের নানা স্থানে তাপমাত্রার পারদ নেমেছে হিমাঙ্কের নীচে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের সমতলে হালকা বৃষ্টি ও উঁচু পার্বত্য এলাকায় তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতর জম্মু ও কাশ্মীরে বৃষ্টি ও তুষারপাতের "হলুদ সতর্কতা" জারি করেছে।

১-৬ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আবহাওয়া আংশিক মেঘলা থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ১ থেকে ২ ডিসেম্বর আবহাওয়া আংশিক থেকে সাধারণভাবে মেঘলা, ৩ ডিসেম্বর থেকে সাধারণভাবে মেঘলা এবং ৪ থেকে ৭ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আংশিক থেকে সাধারণভাবে মেঘলা থাকতে পারে। তাপমাত্রা সম্পর্কে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, শ্রীনগরে আগের রাতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ০.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পহেলগামে মাইনাস ১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, গুলমার্গে মাইনাস ১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

'মোটা ভাই, ভোট নাই' শ্লোগানে শহর ভরাল তৃণমূল

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর (হি.স.): ৯ বছর পর ফের ধর্মতলায় বুধবার অমিত শাহের সভা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শহরে পা রাখার আগেই কলকাতাজুড়ে তৃণমূলের পোস্টার, ব্যানার। তাতে লেখা, "মোটা ভাই, ভোট নাই।"

বুধবার সকাল থেকেই মূলত মধ্য ও পূর্ব কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূলের দেওয়া পোস্টার, ব্যানার সকলের নজরে পড়ে। এছাড়া তৃণমূলের তরফে জানানো হয়েছে, এদিন সকাল ১০টার পর থেকে সামাজিক মাধ্যমেও এই পোস্টার এবং ব্যানার শেয়ার করা হয়।

রাজনীতি মহলের কেউ কেউ বলছেন, পোস্টার, ব্যানারে উল্লেখিত 'মোটা ভাই'য়ের মাধ্যমে অমিত শাহকেই খোঁচা দিয়েছে তৃণমূল। এই প্রবণতা অত্যন্ত অশালীন এবং নেতিবাচক। যদিও তৃণমূল সে দাবি পালটা যুক্তিতে উড়িয়ে দিয়েছে। শাসক শিবিরের দাবি, গুজরাটিতে বড় ভাইকে 'মোটা ভাই' বলা হয়। আর অমিত শাহের জন্ম গুজরাটে। সুতরাং কটাক্ষ নয় বরং সম্মান দিতে একথা লেখা হয়েছে।

দরিদ্রদের জন্য ৫ কেজি খাদ্যশস্য বিতরণ ৫ বছরের জন্য বাড়ানো হল : অনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা প্রকল্পের অধীনে দরিদ্রদের মধ্যে ৫ কেজি খাদ্যশস্য বিতরণ পাঁচ বছরের জন্য বাড়ানো হল বলে বুধবার জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। কেন্দ্রীয় সরকার আরও পাঁচ বছরের জন্য প্রায় ৮০ কোটি দরিদ্র মানুষকে প্রতি মাসে ৫ কিলোগ্রাম খাদ্যশস্য বিনামূল্যে সরবরাহ করতে পিএমজিকেএওয়াই প্রকল্পের মেয়াদ বাড়িয়েছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেতু: ভারতবন্ধু ইউলিয়াম কেরী

রাজু পারাল

কর্মযোগী যে মানুষটি নিজের সর্বস্ব উজাড় করেও কাঙ্খিত মূল্য থেকে বঞ্চিত থেকেছেন তিনি মিশনারি ভারতবন্ধু উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪)। ভারতবর্ষে এসে তিনি নিজের ব্যক্তিগত দুঃখ কষ্ট, ত্যাগ, বঞ্চনাকে উপেক্ষা করে বিপুল কর্মকাণ্ড করে গেছেন। অথচ সাধারণ মানুষ তো দূরে কথা, শিক্ষিত মানুষের দলে উইলিয়াম কেরীর নাম না জানা লোকের সংখ্যা লজ্জাজনকভাবে কম। আজ যে আমরা বাংলা গদ্য পড়ি, লিখি, চর্চা করি, বাংলা ভাষা নিয়ে গর্ব বোধ করি, তাঁর প্রত্যেকেই কেরীর কর্মকাণ্ডের কাছে ভীষণভাবে ঋণী। উনবিংশ শতকে ভারতবর্ষের নবজাগরণের যে কর্মযজ্ঞ বাংলার মাটিতে শুরু হয়েছিল তার একজন নিষ্ঠাবান সেবক ছিলেন উইলিয়াম কেরী। খ্রিস্টধর্মের আলোকবর্তিতা প্রজ্জ্বলনের সংকল্প নিয়ে সপরিবারে স্বদেশভূমি ত্যাগ করে প্রবাসের অনিশ্চিত জীবনকে বরণ করে নিয়েছিলেন তিনি। মানুষের অসহযোগিতা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অর্থনৈতিক সমস্যা, দারিদ্রতা সবকিছুকে অগ্রাহ্য করে আমৃত্যু বাংলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করে গেছেন এই নিষ্ঠাবান কর্মযোগী। বলতে গেলে-মানবিক চেতনার বিকাশ, শিক্ষার প্রসার ও সমাজসংস্কার, বিজ্ঞান চেতনার প্রসার, ভাষার বিকাশ ও সংবাদপত্রের সূচনা-এসবেরই অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন উইলিয়াম কেরী।

১৭৬১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ আগস্ট ইংল্যাণ্ডের এক অখ্যাত পল্লিতে কেরীর জন্ম। তাঁর পিতামহ পিটার কেরী ছিলেন গ্রামের বিদ্যালয়ের শিক্ষক। পিতা এডমন্ড কেরীও ছিলেন শিক্ষক। পিতা শিক্ষক হওয়ায় বালক কেরীর মনে জ্ঞান-বিকাশের সুপ্রভাব যে পড়েছিল তা বলাই বাহুল্য। বাল্যবস্থায় কেরীর জানার আগ্রহ প্রবল থাকলেও পারিবারিক আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকায় পড়াশোনা ছাড়তে হয় তাঁকে। পরিবারের দায়িত্ব নিয়ে কিশোর বয়স থেকেই উপার্জনের পথ খুঁজতে বের হন তিনি। ১২ বছর বয়সে বাড়ির কাছের এক জুতোর কারখানায় কাজ শুরু করেন কেরী। ওখানে কাজ করতে করতেই পড়ে ফেলেন বাইবেল, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সমুদ্র অভিযানের বইগুলি। জেমস কুকের সমুদ্র অভিযান, বানিয়ানের 'পিলগ্রিমস প্রগ্রেস' ছিল তাঁর ভীষণ প্রিয় বই। বাবার কাছেও অনেক পত্রিকা (সাপ্তাহিক) আসতে যেগুলিকে খুঁটিয়ে পড়তেন কেরী। কেরী তাঁর নিজের থাকার ঘরটা বাড়িয়ে ফেলেছিলেন আস্ত একটা লাইব্রেরি -কাম মিউজিয়াম। যেখানে তাঁর সংগ্রহে ছিল হরেক রকমের লতাপাতা আর কীটপতঙ্গ।

১৭৯৩ সালে ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে উইলিয়াম কেরীকে পাঠানো হয় ভারতে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য। সঙ্গে আসেন ডা. জন টমাস। জাহাজ সফরকালে ডা. টমাসের কাছে কেরী বাংলাভাষা রপ্ত করেন যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে। দুরদৃষ্টি, নিষ্ঠাবান, কর্মসাধক কেরী বুঝিছিলেন বিভিন্ন ভাষা রপ্ত করতে না পারলে মানুষের সঙ্গে মেশা তাঁর পক্ষে বেশ কঠিন হবে। নিজের আগ্রহে ও উৎসাহে তাই তিনি শিখে নিয়েছিলেন হিন্দি, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা। আর এই ভাষাজ্ঞানের জন্যই তিনি পরবর্তী সময়ে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষক ও অধ্যাপক পদে ব্রতী হন।

তখন দেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আইনকানুন বলবত ছিল। তাঁরা ধর্মপ্রচার করতে এদেশে আসেননি, এসেছিলেন ব্যবসা করতে। ফলে কেরীর কাজকর্ম তাঁদের পছন্দ হল না। তা বুঝতে পেরে কেরী সাহেব কলকাতা থেকে হুগলির শ্রীরামপুরে আসেন। ইতিমধ্যেই শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট সোসাইটির উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল শ্রীরামপুর মিশন। আর এই মিশনেরই এক প্রাণপুরুষ হয়ে ওঠেন উইলিয়াম কেরী। সামলাতে লাগলেন মিশনের যাবতীয় পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব। পরবর্তীকালে সকলেই জেনেছেন একথা বাংলা তথা ভারতীয় সংস্কৃতির অগগতিতে শ্রীরামপুর মিশনের অবদান কতখানি। এখানকার মুদ্রণ যন্ত্রের সাহায্যেই রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশ, বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশ প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ---বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে একটি উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। আর এসবের পিছনে উইলিয়াম কেরীর প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে সর্বোতভাবে কাজ করেছিল। কারণ তিনিই শ্রীরামপুরে অন্যান্য মিশনারীদের পূর্বে আসেন এবং এদেশের জীবন ও সংস্কৃতির গভীরে প্রবেশ করতে উদ্যোগী হন। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলির উদ্যোগে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে ইংল্যান্ড থেকে আগত তরুণ সিভিলিয়ান কর্মচারীদের দেশীয় ভাষায়, দেশীয় আইনবিধি বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান বিষয়ে তাদের দক্ষ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কেরী সাহেবের ডাক পড়ে। প্রাথমিকভাবে তাঁকে নিযুক্ত করা হয় বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার শিক্ষক রূপে। কেরী তাঁর নিষ্ঠা ও উদ্যোগের কারণে ১৮০৭ সালে লাভ করেন স্থায়ী অধ্যাপক ও অধ্যক্ষের পদ। কিশোর বয়স থেকেই ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে দীর্ঘপথ অতিক্রম করেছেন কেরী। স্বদেশে থাকাকালীনই রপ্ত করেছিলেন ল্যাটিন, গ্রীক, ডাচ, হিব্রু ও ফরাসি ভাষা। বাংলায় এসে তিনি দীর্ঘদিন চর্চা করেছেন, সংস্কৃত, ফরাসি, হিন্দি ও বাংলা। ফলে তিনি খুব ভালো করেই বুঝেছিলেন যে কোনও ভাষাশিক্ষার জন্য সেই ভাষায় লেখা গ্রন্থ পাঠ একান্তই আবশ্যক। ফোর্ট উইলিয়ামে বাংলা বিভাগে দায়িত্ব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাই বাংলা ভাষায় গ্রন্থ ও প্রকাশনার প্রতি বিশেষ উদ্যোগী হয়ে উঠলেন কেরী।

> স্কুল-কলেজ, হাসপাতালের মতো কল্যাণমূলক কাজগুলি এক এক করে সার্থক হয়েছিল কেরীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। কতখানি রুটিন মাফিক কাজ করলে এক জীবনে এত কিছু করা যায়, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তিনি যে যথার্থই কর্মযোগী ছিলেন, তা উপলব্ধি করলে শ্রদ্ধায় মাথা অবনত হয়ে আসে। আজও তিনি প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন সমাজসংস্কারক হিসেবে।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলা ভাষায় কবিতা থাকলেও গদ্যের বই ছিল না। সে সময়ে ভারতীয় তথা বাংলা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ কেরীর এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত। ভারতবর্ষের বাইবেল অনুবাদের চর্চা তাঁকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। প্রায় চল্লিশটি ভাষায় তিনি বাইবেলের অনুবাদ করিয়েছিলেন। মুখের ভাষাকে লিখিত রূপ দিতে সংকলন করেছেন 'কথোপকথন' ও 'ইতিহাসমালা' শীর্ষক বই দু'টি। অনুবাদ কর্ম ও স্বাধীন রচনার পাশাপাশি ব্যাকরণ রচনাও অভিধান রচনাতেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন কেরী। ১৮০১ সালে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে 'এ গ্রামার অফ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ' নামে বাংলা ভাষায় একটি ব্যাকরণ বইও প্রকাশ করেন কেরী। ১৮০৬ সালে এক বিদেশির লেখা প্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশেও কেরীর অবদান অনস্বীকার্য। কন্নড় ও তেলেগু ভাষায় ব্যাকরণ লেখাতেও কেরীর দক্ষতায় ব্যাকরণ লেখাতেও কেরীর দক্ষতার পরিচয় মেলে। বাংলা গদ্যের সূচনালগ্নে রামরাম বসুর 'প্রতিপাদিত্য চরিত' (১৮০১) ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'রাজবলী' (১৮০৮) এই দু'টি মৌলিক গদ্য রচনা কেরীর সক্রিয় উদ্যোগে রচিত হয়েছিল। শুধু এসব কাজই নয়, সতীদাহের মতো জঘন্যতম ও নিষ্ঠুর সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়েছিলেন। এমনকি সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়কে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন সতীদাহ প্রথা রদ করতে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে। শিশুবলি বা কুষ্ঠ রোগীদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যার মতো নানা কুপ্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে উনিশ শতকের বাংলা থেকে অন্ধকার দূর করতে কেরীর প্রয়াস স্মরণীয়। শিক্ষা প্রসারে বিদ্যালয় স্থাপন, নারীশিক্ষার সূচনায় এই মিশনারীর অসামান্য অবদান সকলেরই জানা। তবে, কেরীর কর্মকাণ্ডের একটি দিক অনেকের কাছেই অনালোকিত, তা হল এ দেশের কৃষির উন্নতির জন্য তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং উদ্ভিদবিদ হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব। হাতেকলমে বাগান গড়ে তোলার কাজ ও চাষবাসের প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ। দরিদ্র চাষিদের জন্য তিনি যে কতখানি চিন্তাভাবনা করেছিলেন, তা বোঝা যায় ১৮১১ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত তাঁর একটি নিবন্ধ থেকে। তিনি বুঝেছিলেন, কৃষির উন্নতিতেই মানুষের উন্নতি। তাই ১৮২০ সালে তিনি কলকাতার আলিপুরে স্থাপন করলেন 'এগ্রি-হর্টিকালচার সোসাইটি অব ইন্ডিয়া'। প্রতিষ্ঠানটি কৃষিকার্যের উন্নতির লক্ষ্যে কেরীর এক স্মরণীয় পদক্ষেপ।

এই সোসাইটির কাজে কেরীকে উৎসাহ দেন তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ও তাঁর স্ত্রী। আলিপুরের এগিরে হর্টিকালচার সোসাইটির অনুকরণে ১৮৩৮ সালেই ইংল্যান্ডে গড়ে ওঠে রয়্যাল এগ্রিকালচার সোসাইটি। ১৮১১ সালে লেখা কেরীর নিবন্ধে কেবলমাত্র চাষবাসের কথা নয়, ছিল বন সংরক্ষণ কথাও। সে সময়ে বিলুপ্তপ্রায় অনেক গাছ কেরী সোসাইটির বাগানে লাগিয়েছিলেন। অর্থকরী ফসল চাষের লক্ষ্যে কেরীসাহেব বুট্টা, তুলো, চা, আখ, সিঙ্কোনা এসরে উন্নতমানের বীজ বা চারা নিয়ে আসেন বিদেশ থেকে। বিভিন্ন কাজে সদাব্যস্ত থেকেও উন্নতমানের চাষবাস করতে কখনও ক্লান্তি ছিল না তাঁর। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বাগান ছিল তাঁর নয়নের মণি। শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের যে ৩২০০ প্রজাতির উদ্ভিদ সংগৃহীত রয়েছে তার একটা বড় অংশ কেরীর দান।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন ভারতে লুঠতরাজ চালাচ্ছিল, সেসময় কেরী ব্যস্ত হয়ে পড়েন এদেশের মানুষের কল্যাণ সাধনে। দেশের কল্যাণে যে সুমহান নমুনাগুলি তিনি রেখে গিয়েছিলেন, তা অন্ধকারে ডুবে থাকা অনেক মানুষকে ভরসার আলো দেখিয়েছিল। স্কুল-কলেজ, হাসপাতালের মতো কল্যাণমূলক কাজগুলি এক এক করে সার্থক হয়েছিল কেরীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। কতখানি রুটিন মাফিক কাজ করলে এক জীবনে এত কিছু করা যায়, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তিনি যে যথার্থই কর্মযোগী ছিলেন, তা উপলব্ধি করলে শ্রদ্ধায় মাথা অবনত হয়ে আসে। আজও তিনি প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন সমাজসংস্কারক হিসেবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

দূষণের সব দায় কৃষকের নয়

আবারও দূষণ নিয়ে বিচলিত হওয়ার বাতরিক সময়টি এসে গিয়েছে। এ বছরও এই কাহিনির খলনায়ক সাব্যস্ত হয়েছে খেতেই ফসলের গোড়া পুড়িয়ে দেওয়ার অভ্যাস। তথ্য অবশ্য অন্য কথা বলে। বায়ুদূষণের মাত্র ১৫-২০ শতাংশ ফসল পোড়ানোর ফল। গাড়ি থেকে আসে দূষণের ২৫-৩০ শতাংশ শুধু দিল্লিতেই গাড়ির সংখ্যা ১.২ কোটি। এর উপরে রয়েছে নির্মাণ শিল্পের অবদান প্রায় ৩০ শতাংশ যার বেশির ভাগটাই আসে নির্মীয়মাণ বা অসমাপ্ত নির্মাণ থেকে, যেমন বাড়ি ঘর, রাস্তাঘাট, সেতু, মেট্রোরেল ইত্যাদি নানাবিধ পরিকাঠামো। আছে দেওয়ালির বাজি পোড়ানো। রয়েছে শহরের বর্জ্য পোড়ানোর ধোঁয়া। এবং, কার্যত সব দূষণের পিছনেই আছে প্রশাসনের ব্যর্থতা ক্ষেত্রবিশেষে তার চরিত্র আলাদা, কিন্তু মূল কারণ অভিন্ন।

চাষিদের ফসলের গোড়া পোড়ানোর প্রয়োজন হয় কেন? ফসল কাটার পর বাকি গাছের গোড়া থেকে উপড়ে ফেলতে হয় পরবর্তী বীজ বপনের জন্য। তার জন্য যে যন্ত্রের প্রয়োজন, তা শুধু অত্যন্ত দামি তা-ই নয়, ছোট খেতে তা চলেও না। পঞ্জাব আর হরিয়ানার সরকার কয়েক বছর আগে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, রাজ্যের সব কৃষককে এই যন্ত্র বিনামূল্যে বা ন্যূনতম ভাড়ায় সরবরাহ করা হবে। প্রচুর অর্থব্যয়ে কিছু যন্ত্র কেনাও হয়, কিন্তু কৃষকদের সিংহভাগই তার নাগাল পাননি। এই দুই রাজ্যে আবার সেচের জলের উপরে নিষেধাজ্ঞা আছে বর্ষা শেষ হলে তবেই চাষিরা সেচের জল তুলতে পারবেন, অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসের পর; এবং, জল তোলা যাবে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এর ফলে দুই ফসলের মধ্যে ব্যবধান কমেছে; তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় ফসল না লাগালে তা আর জল পাবে না। এ দিকে, সব উচ্চফলনশীল ফসলেই প্রচুর পরিমাণে জল লাগে, যা পারম্পরিক ফসলে লাগত না। ফলে, মাঠেই ফসলের গোড়া পুড়িয়ে দেওয়া ছাড়া চাষিদের উপায় নেই।

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রক সংস্থা, কেন্দ্রীয় সরকার আর রাজ্য প্রশাসনগুলি দূষণ রোধে তুঘলকি ব্যবস্থার পক্ষপাতী। দুটো উদাহরণ: দিল্লিতে তৈরি হচ্ছে বিশালায়তন বায়ু পরিশোধক গম্বুজ, যেগুলির ক্ষমতার পরিধি বড় জোর এক কিলোমিটার। যন্ত্রগুলি খুব ভাল কাজ করলেও তাদের কার্যক্ষমতার পরিধিতে থাকা মোট দূষণের ২৫-৩০ শতাংশ কমাতে পারে। প্রতিটি গম্বুজ নির্মাণে খরচ প্রায় ২৫ কোটি, এর পরে আছে রক্ষণাবেক্ষণের খরচ। প্রায় ১,৫০০ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত দিল্লিকে দূষণমুক্ত করতে লাগবে আড়াই হাজারের বেশি গম্বুজ। এ দিকে বেশ কিছু পরিশোধক যন্ত্র ইতিমধ্যেই খারাপ হয়ে গিয়েছে, এবং তা আর সারানো যাচ্ছে না। দ্বিতীয় উদাহরণটি হল, বিশাল বিশাল গাড়িতে সারা শহরে জল ছেটানো হচ্ছে। দিল্লিতে এই পদ্ধতি হাস্যকর ও মারাত্মক। বিশালাকৃতি গাড়িগুলি প্রভূত যানজট সৃষ্টি করে, যার অবশ্যম্ভাবী ফল দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির ধোঁয়া। আর বায়বীয় ধুলো ভিজে মাটিতে এসে খানিক ক্ষণ বাতাসকে আপেক্ষিক ভাবে দূষণমুক্ত করে বটে, কিন্তু মাটি শুকিয়ে গেলেই যা দিল্লির মতো শুষ্ক আবহাওয়ায় খুব তাড়াতাড়িই হয় ধূলিকণা আবার বাতাসে ভেসে ওঠে।

২০২২ সালে পৃথিবীর ১০০টি দূষিততম শহরের সারণিতে ভারতের রয়েছে ৬৫টি শহর। দেশের ২০২টি সমীক্ষিত শহরের মধ্যে মাত্র চারটির বায়ু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে। লক্ষণীয় যে, দিল্লি বাদে দেশের সবচেয়ে দূষিত শহরগুলি প্রায় সবই ছোট বা মধ্যম আয়তনের শহর। স্বাস্থ্যের পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক ২.৫ মাইক্রন বা তার কম ব্যাসার্ধের ভাসমান বস্তুকণার সহনীয় পরিমাণ প্রতি ঘনমিটারে শূন্য থেকে পাঁচ মাইক্রোগ্রাম। ভারতের সবচেয়ে দূষিত শহরগুলিতে এর পরিমাণ বাতরিক গড় ৯০ মাইক্রোগ্রামের উপরে। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে এই দূষণ গড়ের চেয়ে অনেকখানি বাড়ে। কেন্দ্রীয় সরকার নগরায়ণের সামগ্রিক সমস্যার মধ্যে বায়ুদূষণকে বিশেষ গুরুত্ব দেয় না, তারা প্রচুর অর্থব্যয়ে স্মার্ট সিটি প্রকল্প তৈরি করার এবং তার বিজ্ঞাপন দেওয়ার পক্ষপাতী। বায়ু আর পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত সমস্যা নগরায়ণের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য, কিন্তু স্মার্ট সিটি প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ অর্থের অতি সামান্য অংশও এই ভয়াবহ দূষণ সংক্রান্ত গবেষণায়, বা দূষণ প্রতিরোধের কাজে ব্যয় করা হয় না। যেমন, কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের হিসাব অনুযায়ী সারা দেশে প্রায় ৫০০০ বায়ুদূষণ মাপক কেন্দ্রের প্রয়োজন, যার মধ্যে এখন পর্যন্ত চালু হয়েছে মাত্র ২৬১টি। তার বেশির ভাগই বড় শহরে। পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা ও হাওড়া মিলিয়ে রয়েছে সাতটি কেন্দ্র আর বাকি পুরো রাজ্যে মাত্র আর চারটি আসানসোল, দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি আর হলদিয়াতে যথাক্রমে একটি করে, যদিও এই শহরগুলি কলকাতার চেয়ে বেশি দূষিত। এই প্যান্ডোরার বাক্স খুলে বসলে সরকারের পক্ষে মুখরক্ষা করা মুশকিল। তার চেয়ে অনেক সহজ কাজ, দূষণের সম্পূর্ণ দায় কৃষকের ফসলের গোড়া পোড়ানোর অভ্যাসের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার আগরতলায় ডিজিটাল বাজার ডটকম অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। ছবি- নিজস্ব।

ডিএ বাধ্যতামূলক নয়, বাড়তি ছুটি তো পাচ্ছেন, কড়া বার্তা মমতার

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর, (হি.স.): কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে সমান হারে মহার্ঘ ভাতা তথা ডিএ-র দাবিতে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা এখনও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। এইহ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের দায়ের করা একটি মামলাও ঝুলে রয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। এই অবস্থায় বিধানসভায় ফের একবার মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ নিয়ে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী।

এর আগে কলকাতা হাইকোর্ট তার রায়ে জানিয়েছিল, ডিএ সরকারি কর্মচারীদের দেওয়া দয়ার দান নয়, তা পাওয়া কর্মচারীদের অধিকার। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বলেন, "মহার্ঘ ভাতা দেওয়া রাজ্য সরকারের কাছে বাধ্যতামূলক নয়"। কিন্তু বুধবার মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের কড়া ভাষায় জানিয়ে দিলেন, "ডিএ বাধ্যতামূলক নয়, অপশন মাত্র।" মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের মনে করিয়ে দিলেন, রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা বছরে বাড়তি ছুটি পান। এমনকী, তাঁদের বিদেশে যাওয়ারও সুযোগ করে দিয়েছেন বলেও দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বুধবার তৃণমূলের কালা দিবসে কালো পাড় শাড়িতে বিধানসভায় উপস্থিত হন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন তৃণমূলের সকল বিধায়কের পরনেও ছিল কালো পোশাক। তবে বিরোধীরা কেউ উপস্থিত ছিলেন না অধিবেশনে। বিরোধীশূন্য অধিবেশনে মমতা আরও একবার ডিএ নিয়ে মুখ খোলেন। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য সরকার কী কী করেছেন, তার খতিয়ানও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, "গত ২ বছরে ২ লক্ষ ৫২ হাজার কোটি টাকার বেশি খরচ করেছে। নতুন পে কমিশনের হিসেবে ডিএ দেওয়া হয়েছে।" সঙ্গে মনে করিয়ে দেন, "মহার্ঘ ভাতা কিন্তু বাধ্যতামূলক নয়, ঐচ্ছিক।"

রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা বারবার অভিযোগ করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার ৪০ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা দিচ্ছে। অথচ রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা এর চেয়ে অনেক কম হারে ডিএ পান। এমনকী, তাঁদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতাও মেটায়নি নবান্ন। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কেন্দ্রের কর্মচারীরা কেন্দ্রের স্ট্রাকচার অনুযায়ী চলে। সেই অনুযায়ী বেতন, ডিএ পায়। কেউ চাইলে (কেন্দ্র সরকার) ওখানে যোগ দিতে পারে।"

এর পরই তাঁর সংযোজন, "ভুলে গিয়েছেন, বছরে তাঁরা ৩-৪ দিন বাড়তি ছুটি পান। আমাদের এখানে যে ৪০ দিন ছুটি পান এটাও তো ভ্যালু অ্যাড করতে হবে। এই সরকারই একমাত্র বিদেশে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে।"

সরকারি কর্মচারীদের পেনশন দেয় রাজ্য সরকার। সে কথা মনে করিয়ে মমতা বলেন, "একমাত্র রাজ্য বাংলা যারা সরকারি কর্মচারীদের পেনশন দেয়। অনেকে বলেছে বন্ধ করে দাও তাহলে সুদের টাকার পরিমাণ কমে যাবে। আমি বলেছি না, ৬০ বছর একটা জীবন না। আরও ২০-৩০ বছর মানুষ বাঁচে। তাঁরা সংসার চালাবে কীভাবে?" এই প্রথম না এর আগেও মহার্ঘ ভাতা নিয়ে মুখ খুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিধানসভা ভোটের সময়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ বাংলায় প্রচারে এসে জানিয়েছিলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে সপ্তম বেতন কমিশন চালু হবে এবং কর্মীরা কেন্দ্রীয় হারে ডিএ পাবেন। মমতা এদিন বলেন, "ভোটের সময়ে অনেকে অনেক কিছু বলে যান। অনেকে (বামেরা) এখন অনেক কথা বলছেন। ওদের সময়ে ডিএ কত বাকি ছিল? বামফ্রন্ট সরকার যে দেনা করে গিয়েছে, তা আমাকে শোধ করতে হচ্ছে। আমাদের সরকার পঞ্চম বেতন কমিশনকে মান্যতা দিয়ে ৯০ শতাংশ বরাদ্দ করেছে। ১ লক্ষ ৬৬ হাজার ৮৬৫ কোটি টাকা দিয়েছে।"

বিধানসভায় বিজেপিকে নিশানা মমতার

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর (হি.স.): কলকাতায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সভায় তৃণমূলকে আক্রমণ শানালেন শুভেন্দু অধিকারীরা। তখন বিধানসভায় বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আবারও রাজ্যের ১০০ দিনের কাজের টাকা-সহ 'বকেয়া'র দাবি জানান মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি, তৃণমূল নেতাদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে হেনস্থারও অভিযোগ করলেন মমতা।

বুধবার বিধানসভায় তিনি বিরোধী দলের বিধায়কদের উদ্দেশে বলেন, "দিনের পর দিন বিধায়কদের তহবিলে টাকা বাড়ানো হয়। তখন তো বলেন না? রাজ্যের ২১ লক্ষ মানুষের টাকা আটকে রাখা হয়। অনেকের কোটি কোটি টাকা আছে, যাঁদের দরকার নেই। ২১ লক্ষ মানুষের টাকা আটকে রাখা হয়, তখন আপনাদের মন কাঁদে না। আর একটার বদলে দুটি বিড়ি খেলে চোর বলে!"

মমতা বলেন, "বিজেপি সব কিনে নিয়েছে! ১০০ দিনের কাজ। আবাস যোজনা, রাস্তার কাজের টাকা দেয়নি। জিএসটির নামে কর তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মাছের তেলে মাছ ভাজা হচ্ছে।" মমতার সংযোজন, "ভোটের সময় এবং ভোটের আগে-পরে সন্ত্রাসের অভিযোগ করে দল পাঠায় বিজেপি। অন্য দিকে, তৃণমূল বিধায়কদের বাড়িতে ইডি-সিবিআই পাঠানো হচ্ছে।"

পার্থ-বালু-অনুব্রতর নামোল্লেখ করে মমতাকে চ্যালেঞ্জ অমিত শাহর

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : ধর্মতলার সভা থেকে বাংলার দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিজেপির অন্যতম শীর্ষ নেতা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যে সরব হবেন, সেই দেওয়াল লিখন স্পষ্টই ছিল। হলও তাই।এদিন তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বাংলার শাসক দলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তোলার পাশাপাশি তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে চ্যালেঞ্জও ছুড়ে গেলেন শাহ।দুর্নীতির অভিযোগে ধৃত মন্ত্রী ও নেতাদের নাম উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে শাহ বললেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জ করছি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অনুব্রত মণ্ডলকে পার্টি থেকে সাসপেন্ড করে দেখান। দিদি রোজ দুর্গানাম জপছেন, যাতে ভাইপোর নাম না আসে।"নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে গত বছরের ২২ জুলাই পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করেছিল ইডি। পার্থর বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয়েছিল প্রায় ৫১ কোটি নগদ টাকা। এরপরই পার্থবাবুকে দল এবং মন্ত্রিসভা থেকে বহিষ্কার করেছিল তৃণমূল। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই খবর হয়তো অমিত শাহের কাছে নেই। সেকারণেই পার্থবাবুর নামও টেনে এনেছেন তিনি।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "আমি গুজরাতে রাজনীতি করেছি। কখনও কোনও নেতার বাড়ি থেকে এত বান্ডিল বান্ডিল টাকা বেরোতে দেখিনি।"গরু পাচারের অভিযোগে গত বছর অগস্টে অনুব্রতকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই।

আরগত ২৬ অগস্ট গভীর রাতে রেশন দুর্নীতির অভিযোগে মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেফতার করে ইডি। তৃণমূলের তরফে বারে বারে অভিযোগ করা হয়, কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে ব্যবহার করে বিরোধীদের পর্যুদস্ত করতে চাইছে মোদী সরকার।

উত্তরাখণ্ড টানেল থেকে উদ্ধার হওয়া শ্রমিকদের পাঠানো হল এআইআইএমএস-ঋষিকেশে

উত্তরকাশি, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : উত্তরখন্ডের সিল্কিয়ারা টানেল থেকে উদ্ধার হওয়া শ্রমিকদের চেক-আপের জন্য বুধবার এআইআইএমএস-ঋষিকেশে পাঠানো হল। এদিন প্রশাসনিক আধিকারিক এই তথ্য জানিয়েছেন।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ১৭ দিনের অকান্ত পরিশ্রম, চেষ্টা ও কঠোর অভিযানের পর উত্তরকাশিতে ভেঙে পড়া টানেল থেকে ৪১ জন শ্রমিককে উদ্ধার করা হয়েছিল। শ্রমিকদের টানেল থেকে বের করার পর চিনিয়ালিসাউরের একটি হাসপাতালে চিকিৎসা পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছিল। এদিন বিকেলে চিনুক হেলিকপ্টারে করে তাদের এইমস-ঋষিকেশে আনা হয়। এইমস-ঋষিকেশের একজন আধিকারিক জানিয়েছেন, কর্মীদের প্রথমে হাসপাতালের ট্রমা ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হবে যেখান থেকে তাদের স্বাস্থ্যের পরামিতিগুলির বিশদ পরীক্ষার জন্য তাদের বিপর্যয় ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করা হবে। তাদের মানসিক স্বাস্থ্যও পরীক্ষা করা হবে। তিনি আরও জানান, তাদের পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। এইমস-ঋষিকেশের বিপর্যয় ওয়ার্ডের ক্ষমতা ১০০ শয্যার। সেজন্য উদ্ধার করা শ্রমিকদের দেখাশোনার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা প্রস্তুত রয়েছে। শ্রমিকদের আত্মীয়দেরও বাসে করে ঋষিকেশে আনা হচ্ছে বলেও তিনি জানান।

মধ্যপ্রদেশের অনুপপুরে কুয়াশার কারণে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত তিন, আহত চার

অনুপপুর, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশের অনুপপুর জেলায় একটি সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে এবং চারজন আহত হয়েছেন।

বুধবার একটি ট্রাকের সঙ্গে একটি গাড়ির সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। বুধবার মধ্যপ্রদেশের অনুপপুর জেলায় কুয়াশার ফলে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ভেঙ্কটনগর-জয়থারি রোডে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। জয়থারি থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, "বুধবার কুয়াশার কারণে একটি মিনি ট্রাক ও একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়েছে এবং চারজন আহত হন। আহতদের ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে।"

শিলিগুড়ির আইওসি'র টার্মিনালের সামনে অগ্নিকাণ্ড

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : শিলিগুড়ি এনজেপির ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন (আইওসি)-এর টার্মিনালের সামনে একটি টায়ারের দোকানে অগ্নিকাণ্ড। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও দমকল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, টায়ারের দোকানে থাকা হাওয়া ভরানোর মেশিন থেকে বুধবার কোনওভাবে আগুন লাগে। সেই আগুন পাশের দুটি দোকানেও ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে আইওসি থেকে ফোম দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। দমকলের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুনে ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এনজেপি থানার পুলিশ।

নরেন্দ্র মোদী উল্লেখযোগ্য ভূমিকার প্রশংসা অমিত শাহর

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর (হি.স.): বুধবার ধর্মতলার সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন অমিত শাহ। করোনা মোকাবিলার পাশাপাশি দেশে সন্ত্রাসবাদ দমনে মোদী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন বলে মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

বিজেপির মঞ্চে বক্তব্যের প্রায় শুরুতে অমিত শাহ প্রশ্ন তোলেন, আপনারা আগামী কেন্দ্রীয় নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পেতে চান তো? প্রশ্নের সমর্থনে সমবেতদের স্বর দুর্বল হওয়ায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন, "বাংলার আওয়াজ কোথায় হারিয়ে গেল?"

অমিত শাহ বলেন, "দেখুন গোটা দেশে মোদীজি কীভাবে বিকাশ করছেন। গরিবদের জীবনে কত পরিবর্তন এসেছে। ওনাদের ঘর দিয়েছেন, শৌচালয় দিয়েছেন, জল দিয়েছেন। শৌচলয়ের সঙ্গে ৫ লক্ষের স্বাস্থ্যবীমাও দিয়েছেন। করোনাকে গোটা দেশে টিকা লাগানোর কাজও মোদীজি করেছেন। গোটা দেশে সন্ত্রাসবাদকে দমন করেছেন মোদীজি।"এদিনের সভা থেকে বাংলার সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন শাহ। বলেন, "মোদীজি নিজের মতো করে বাংলার মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করছেন। কোটি কোটি টাকা পাঠাচ্ছেন। কিন্তু তৃণমূলের সিন্ডিকেটের জন্যই তা বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে না। বাংলা জুড়ে শুধুই অশান্তি, আর সিন্ডিকেট রাজ। মানুষ এই অশান্তি থেকে মুক্তি চায়। আগে বাংলায় রবীন্দ্রসংগীত শোনা যেত। এখন চারপাশে শুধুই বোমার শব্দ।" বাংলায় শান্তি ফেরাতে মমতা সরকারকে উৎখাতের ডাক দেন শাহ। বললেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারকে উপড়ে ফেলুন।" অমিক শাহ বলেন, "যে বাংলা সাহিত্য-বিজ্ঞান-কলা-স্বাধীনতা আন্দোলনে গোটা দেশকে নেতৃত্ব দিত সেই বাংলাকে আজ সব থেকে পিছনে আনার কাজ দিদি করেছেন। দিদি বাংলাকে বরবাদ করে দিয়েছেন।"

দেশের পরিবেশ বদলাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর আখ্যান ব্যর্থ হচ্ছে : অশোক গেহলট

জয়পুর, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : রাজস্থানে কংগ্রেসই জিতবে। জোর দিয়ে বললেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। একইসঙ্গে তিনি দাবি করেছেন, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও তেলেঙ্গানাতেও জিতবে কংগ্রেস। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কটাক্ষ করে অশোক গেহলট বলেছেন, দেশের পরিবেশ বদলাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর আখ্যান ব্যর্থ হচ্ছে।'বুধবার জয়পুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অশোক গেহলট বলেছেন, 'আমরা রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং তেলেঙ্গানায়ও জিতব, আমি গতকাল তেলেঙ্গানায় গিয়েছিলাম, দেশের পরিবেশ বদলাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর আখ্যান ব্যর্থ হচ্ছে, আমরা আমাদের নির্বাচন স্থানীয়ভাবে রেখেছি উন্নয়ন, কর্মক্ষমতা, সুশাসন, যে আইন পাশ করা হয়েছে এবং আমরা যে গ্যারান্টি দিয়েছি তার বিষয়গুলি।'

ওয়ানাডের প্রতিটি মানুষকে নিজের পরিবার মনে করি : রাহুল গান্ধী

মাল্লাপুরম, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী ২০২৩-২৪ বার্ষিক প্রকল্প এবং মালাপ্পুরমের চুঙ্গাথারাতে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার রাস্তার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন। নীলাম্বুর ব্লক পঞ্চায়েতের বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন করার সময় রাহুল গান্ধী বলেছেন, এমন প্রকল্প, যা মানুষকে সাহায্য করবে, তা উদ্বোধন করতে আসা আমার কাছে আনন্দের এবং সম্মানের বিষয়। কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, 'আমি ওয়ানাডের সমস্ত মানুষকে আমার পরিবারের অংশ মনে করি এবং আমাদের রাজনৈতিক অভিযান ও দলীয় সংশ্লিষ্টতা নির্বিশেষে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।'

বঞ্চনার প্রতিবাদ, বিধানসভায় কালো পাড়ের শাড়িতে মমতা

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : বাংলার প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে বুধবার বিধানসভায় সমস্ত তৃণমূল বিধায়কের কালো পোশাক পরে আসার কথা ছিল। সেই নির্দেশ মেনে কেউ কালো কুর্তা পরে আসেন, কারও গায়ে কালো টি-শার্ট, কেউ কালো রঙের শাড়ি পরে আসেন। বেলা সওয়া ১২টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় পৌঁছলেন সরু কালো পাড়ের শাড়ি পরে।

OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER
AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA, TRIPURA (WEST)
NOTIFICATION

No.F.No.I-01/GS/AMC/2021/11257 Date, Agartala the 24/11/2023.

Applications are invited in prescribed Format (which can also be down loaded from AMC website ***agartalacity.tripura.gov.in***) from the bonafide citizens of India (belonging to Tripura State) for recruitment to the post of Ward Secretary (Group-C, Non-Gazetted) under Agartala Municipal Corporation in the pay band ,Rs. 5700/- - 24,000/-, GP Rs 2200/- subject to condition that the appointment will be made on fixed pay basis. Total vacancy position are given in the table below:

SL No	Category	Category wise vacancy	Total
(i)	UR	10 (Ten)	17 (Seventeen)
(ii)	SC	02 (Two)	
(iii)	ST	05 (Five)	

The Essential Educational Qualification and Age are mentioned below:

ESSENTIAL EDUCATIONAL QUALIFICATION AND ELIGIBILITY CRITERIA:

(a) He/She should be a Commerce Graduate from a recognised University.
(b) He/ She shall have a Diploma in Computer Applications from ITI or 'O' Level passed from the Institute under the Department of Electronics and Accreditations of Computer Course (DOEACC).
(c) He/She shall be of sound physical and mental health and free from any bodily defect which may render him unfit for such appointment.
(d) PRTC is mandatory.

AGE:

Minimum 18 years and maximum 40 years as on 30-11-2023. Upper age limit is relaxable by 05(Five) years in case of SC/ST candidates and Government Servant. The Government employees belonging to ST/SC category shall not get this relaxation.

The last date of submission of application is 11/12/2023 (Up to, 05.30 P.M). The application(s) received after the closing date & time will not be entertained. The applications should be addressed to the Municipal Commissioner, Agartala Municipal Corporation, City Centre, Paradise Choumuhoni, Agartala, PIN : 799001 (in the Society Hall of AMC).

IMPORTANT INFORMATION:

1. **APPLICATION PROCESS:**
(a) Before filling up of Application Form, candidates are requested to go through the instructions very carefully.
(b) Candidates will have to submit application through Offline Mode only.
(c) Application can be submitted from 27/11/2023 to 11/12/2023 (05.30 P.M) excluding Sundays/holidays.
(d) Applicants should avoid submitting multiple applications. In the event6 of submission of multiple application, by a single candidate, all the application accept the first one will be summarily rejected.
(e) Incomplete application will be straightway rejected
2. Candidates are to submit self-attested copies o the following documents :
(a) Two copies of recent Passport size coloured photographs
(b) Birth Certificate issued by the competent authority/Madhyamik Admit Card as age-proof,
(c) Madhyamik Pass Certificate/mark sheet
(d) H/S(+2) Pass certificate/mark sheet
(e) Graduation (B.Com) pass certificate/mark sheet.
(f) Computer's Certificate as mentioned in Essential Qualification at point No-(b),
(g) PRTC,
(h) Scheduled Castes / Scheduled Tribes Certificate
Applicants must fulfil all the prescribed minimum qualification(s) for the post on the closing date for submission of application as mentioned in the advertisement.
Qualified candidates will be asked to submit all required documents in original at the Agartala Municipal Corporation, Head Office. On scrutiny of documents, if a candidate is found ineligible as per terms and conditions of the Advertisement, his / her candidature will be rejected.
(i) In case of already employed applicants (Govt./Govt. undertakings/PSU etc.) submission of "No-Objection Certificate" issued by the Competent Authority is mandatory. In the event of failing to submit "No-Objection Certificate" the applicant will not be treated as eligible and will not be considered for preparation of Final Merit List
In that No-Objection certificate, it is to be clearly mentioned that his/her Employer has "No-Objection" if he/she is considered for recruitment to the post for which he/she has applied for.
3. **CONDITIONS OF SELECTION PROCESS:**
Selection will be based as per the Recruitment Rules.
4. **COMPETENCY TEST SCHEDULE:**
(a) The final selection will be made in order of merit on the basis of the marks obtained by a candidate in competency test. Candidate reaming absent in the Competency Test, will not be considered for final selection.
(b) Merit position of candidates securing equal marks will be finalised as per seniority of age. Further provided that, in the list of recommendation, merit position of candidates securing equal marks in aggregate and also of the same age will be decided on the basis of percentage of marks obtained in the minimum educational qualification prescribed in Recruitment Rules/Service Rules.
5. Decision of the Agartala Municipal Corporation as to the eligibility or otherwise of candidate at any stage of the selection process shall be final.
6. Mobile Phone/Electronic Gadgets etc. are banned in the Campus of the Interview premises. Any Phone/Electronic Gadget found in possession of any candidate in the Competency Test premises, shall be confiscated forthwith and he / she may be debarred from appearing at the said competency Test.
7. Date, Time and Venue of Competency Test will be notified in the local daily Newspapers. The undersigned reserves the right to accept or reject any application without assigning any reason.

N.B.

1) Any false information or suppression of fact will lead cancellation of candidature as well as legal action against the candidate.
2) No TA/DA will be given to the candidate for appearing the interview.
3) Candidate should sign the application in full by ball pen/fountain pen invariably

Sd/-Illegible
Municipal Commissioner
Agartala Municipal Corporation

APPLICATION FORMAT FOR POST OF WARD SECRETARY

To
Municipal Commissioner,
Agartala Municipal Corporation

Subject: Application for the post of _____

1. Name (in CAPITAL)-
2. Father's / Husband's Name-
3. Postal address with PIN Code-
a) Present address –

b) Permanent address –

4. Nationality –
5. Contact No-
6. Date of birth-
7. PRTC no -
8. Category (whether SC/ST/UR)-
9. Experience if any-
10. If currently employed, please mention whether in
a) Govt. Deptt / PSU Autonomous Body-
11. Academic Qualifications from Madhyamika onwards-

SL No	Examination Passed	Year of Passing	Board / University	Division	% of marks
1					
2					
3					
4					
5					

I hereby declare that statements made and information furnished as above are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Documents to be attached:

Document	1.Passport size photographs	2.Birth Certificate	3. Madhyamic	4.H/S (+2)
Yes/No				
	5.B.Com	6.Computer Pass Certificate	7.PRTC	8.SC Certificate (in case of SC candidate)
Yes/No				
	9.ST Certificate (in case of ST Candidate)	10.No Objection Certificate from Employer		
Yes/No				

Place-
Date:

Full signature of the applicant

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শীতের টাটকা ফুলকপি দিয়ে বানান রোস্ট

শীতের বাজার ভরে উঠেছে ছোট ছোট, দেশি ফুলকপিতে। খিচুড়ি, নিরামিষ পাঁচমিশালি তরকারি কিংবা আলু-ফুলকপির ডালনা তো আছেই। এমন দেশি কপি দেখলে আরও একটি পদের কথা মনে পড়ে। সেটি হল রোস্ট। নাম শুনে বিশাল কিছু মনে হলেও রান্নার পদ্ধতি কিন্তু খুব সহজ। ফুলকপির সাধারণ তরকারি খাওয়ার জন্য গোটা শীতকাল তো রইলই।

স্বাদ বদল করতে এক-আধ দিন রোস্ট খাওয়া যেতে পারে। বাড়িতে সেই পদ কী ভাবে রাঁধবেন? রইল রেসিপি।

উপকরণ:

ফুলকপি: ১টি
আদা: ১ চা চামচ
কাঁচা লঙ্কা: ২ থেকে ৩টি
টক দই: ২ টেবিল চামচ
কাজুবাদাম: ৬-৭টি
পোস্তবাটা: ১ টেবিল চামচ
জিরে গুঁড়ো: ১ চা চামচ
ধনে গুঁড়ো: ১ চা চামচ
কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো: ১ চা চামচ
শুকনো লঙ্কা: ১টি
ছোট এলাচ: ২টি
লবঙ্গ: ২-৩টি
দারচিনি: ১টি
তেজপাতা: ১টি
গরম মশলার গুঁড়ো: ১/২ চা চামচ
ঘি: ২ চা চামচ
সর্ষের তেল: ১ চা চামচ
সাদা তেল: ২ টেবিল চামচ
চিনি: ২ চা চামচ
নুন: স্বাদ অনুযায়ী

প্রণালী:

১) কাজুবাদাম, পোস্ত, আদা এবং কাঁচা লঙ্কা একসঙ্গে বেটে নিন। ২) ফুলকপি ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়ে ভাল করে ধুয়ে নিন। জল ঝরিয়ে রাখুন। ৩) কাজু, পোস্ত, ফেটানো টক দই, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো এবং সর্ষের তেল দিয়ে ভাল করে ম্যারিনেট করে রাখুন। ৪) এ বার কড়াইতে তাতে সাদা তেল এবং ঘি একসঙ্গে গরম হতে দিন। ৫) এর মধ্যে ফোড়ন হিসেবে দিন গোটা গরম মশলা, শুকনো লঙ্কা ও তেজপাতা। ৬) একটু ভেজে নিয়ে আদা ও লঙ্কা বাটা দিয়ে দিন। ৭) এ বার ম্যারিনেট করা ফুলকপিটা দিয়ে কষতে থাকুন। ৮) কষানো হয়ে গেলে ১৫ থেকে ২০ মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রেখে দিন। ফুলকপি সেদ্ধ হয়ে যাবে। ৯) তেল ছাড়তে শুরু করলে তাতে অল্প গরম জল ঢেলে দিয়ে ফুটতে দিন। ১০) ফুলকপি পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে এলে চিনি এবং গরমমশলা দিয়ে নামিয়ে নিন। ১১) ভাত, পোলাও বা লুচির সঙ্গে পরিবেশন করুন গরম গরম ফুলকপির রোস্ট।

রাতে মোজা পরে ঘুমোতে যান?

শীত পড়তে শুরু করেছে রাজ্যে। দিনে গরম লাগলেও রাতের দিকে খানিকটা শীত শীত ভাব বেশ মালুম হচ্ছে। সোয়েটার, জ্যাকেট, দোহর ইতিমধ্যেই বেরিয়ে পড়েছে আলমারি থেকে। মোজা পড়তে শুরু করেছেন কেউ কেউ। শীতের রাতে ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচতে অনেকেই পায়ে মোজা পরেই শুয়ে পড়েন। বেশ আরামও হয়। তবে এই অভ্যাস কি আদৌ স্বাস্থ্যকর? রাতে মোজা পরে শোয়ার অভ্যাস আরামদায়ক হলেও স্বাস্থ্যকর নয়। সারা রাত মোজা পরে থাকলে যেমন আমাদের ঘুমের উপর প্রভাব পড়তে পারে, তেমনই হৃদ্দনের

তারতম্য হতে পারে। এই অভ্যাসের ফলে আরও কী কী সমস্যা হয়?

১) শরীরের রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়। এর ফলে শরীরে রক্ত জমাট বাঁধতে পারে। রক্ত জমাট বাঁধা শরীরের পক্ষে ভাল নয়।

২) নাইলন অথবা ত্বকের জন্য উপযুক্ত নয় এমন কাপড়ে তৈরি মোজা দীর্ঘ ক্ষণ পরে থাকলে ত্বকে নানা রকম সমস্যা দেখা যায়। সে ক্ষেত্রে সুতির মোজা ব্যবহার করা যায়। ৩) মোজা খুব আঁটসাঁট হলে শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যেতে পারে। ঘুমের সময়ে অস্বস্তি হতে পারে। তাই ঘুমোনোর আগে মোজা খুলে রাখাই ভাল।

ঠান্ডায় ঘুমোনোর সময় তা হলে কী ভাবে পা গরম রাখা যায়? ঘুমের আগে পায়ের তলায় তেল মালিশ করতে পারেন। এ ছাড়া ঘুমাতে যাওয়ার অন্তত এক ঘণ্টা আগে একটি সুতির মোজা পরে নিতে পারেন। তবে ঘুমোনোর আগে মোজাটি খুলে নিতে ভুলবেন না যেন।

পেটের মেদ আকারে, আয়তনে বেড়ে যাচ্ছে

পেটের মেদ আকারে, আয়তনে বেড়ে যাচ্ছে। তাই চিন্তার শেষ নেই। মেদ বলতে বেশির ভাগ মানুষের মাথায় আগে মধ্যপ্রদেশের কথাই আসে। তবে চর্বি তো শুধু শরীরের ওই অংশে জমে না! কোমর, পিঠের দুপাশেও ঝুলতে থাকে বাড়তি মেদ। যা নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয় অনেককেই। বেশি পিঠ কাটা ব্লাউজ পরতে গেলেও সমস্যা হয়।

সেই সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় বাতলে দিয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী সারা আলি খান।

একটা সময় প্রায় ১০০ কেজির কাছাকাছি ওজন ছিল বলিউডের এই প্রজন্মের প্রথম সারির অভিনেত্রী সারা আলি খানের। তবে অভিনয় জগতে পা দেওয়ার আগেই তিনি ওজন ঝরিয়ে প্রায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছিলেন। কঠিন পরিশ্রম এবং কড়া ডায়েট তাঁর এই কাহিনির নেপথ্যে। অভিনয়ের

পাশাপাশি সাধারণ মানুষ এবং অনুরাগীদের কাছে এখন তিনি বেশি জনপ্রিয় তাঁর শরীরচর্চার কারণে। বন্ধুদের সঙ্গে প্রায়শই শরীরচর্চার ভিডিয়ো পোস্ট করেন ইনস্টাগ্রামে। ফিটনেস প্রশিক্ষক নম্রতা পুরোহিতের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত শরীরচর্চা করেন "জরা হটকে জরা বাঁচকে"র অভিনেত্রী সারা।

১) পেলভিক ব্রিজ

গ্লুট, হ্যামস্ট্রিং, পিঠের নিম্নাংশের মেদ ঝরাতে বিশেষ ভাবে কার্যকরী এই ব্যায়াম। পেটের পেশি মজবুত করার পাশাপাশি মেরুদণ্ডের নমনীয়তা বজায় রাখতেও সাহায্য করে। প্রথমে মাটিতে ম্যাট পেতে শুয়ে পড়ুন। তার পর দুই হাঁটু ভাঁজ করে নিতম্বের কাছাকাছি রাখুন। এ বার পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে মাটি থেকে কোমর তুলে ধরুন। তবে কাঁধ এবং মাথা কিন্তু মাটিতে থাকবে। বার দশেক করতে পারেন এই ব্যায়াম।

২) ব্রেস্টস্ট্রোক জল নয়, শুকনো মাটিতে শুয়ে সাঁতার কাটার মতো করেই অভ্যাস করতে হয় এই ভঙ্গি। প্রথমে ম্যাটের উপর উল্টো হয়ে শুয়ে পড়ুন। তার পর দুই হাত কাঁধের দু'পাশে রাখুন। এ বার হাতে ভর দিয়ে দেহের উপরিভাগ মাটি থেকে ধীরে ধীরে তুলতে চেষ্টা করুন। বার দশেক অনায়াসেই অভ্যাস করতে পারেন এই ব্যায়াম।

৩) সোয়ান ডাইভ

অনেকটা ভুজঙ্গাসনের মতোই দেখতে এই ভঙ্গি। মাটিতে উল্টো হয়ে শুয়ে কাঁধের দু''পাশে, দুহাত রাখুন। এ বার হাতের উপর ভর দিয়ে ধীরে ধীরে দেহের উপরিভাগ তুলতে চেষ্টা করুন। পেট পর্যন্ত তুলতে না পারলে যতটা তোলা সম্ভব, ততটুকুই তোলার চেষ্টা করুন। অন্তত পক্ষে বার দশেক অভ্যাস করুন এই ভঙ্গি।

রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে গেলে তার তোড়জোড় করতে হবে সন্ধ্যা থেকেই

পর্যাপ্ত ঘুম সুস্থ জীবনের প্রধান চাবিকাঠি। প্রতিদিন অন্তত পক্ষে ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা নিরবচ্ছিন্ন ঘুম না হলে দেখা দিতে পারে একাধিক শারীরিক ও মানসিক রোগ। কাজেই অনিদ্রার সমস্যা থাকলে তা অবহেলা করা উচিত নয়। অনিদ্রার সমস্যা দীর্ঘ দিন ধরে থেকে গেলে তা একটি স্থায়ী রোগে পরিণত হতে পারে। বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে "ইনসমনিয়া"।

রূপকথার গল্পে পড়া সোনার কাঠি বা রুপোর কাঠি না হলেও এমন কিছু কৌশল এখানে দেওয়া হল, যা মেনে চললে ঘুম আসবে সহজেই।

১) ঘুমের নির্দিষ্ট সময় মেনে চলুন

ছোট বাচ্চাদের অভ্যাস করানোর

জন্য অনেক অভিভাবকই মাথার পাশে অ্যালার্ম সেট করে রাখেন। ঘুমের স্বাভাবিক চক্র ঠিক রাখতে, সেই পুরনো অভ্যাসই আবার ফিরিয়ে আনতে পারেন। ঘুম থেকে ওঠা এবং ঘুমোতে যাওয়ার নির্দিষ্ট সময় মেনে চলার চেষ্টা করুন। ২) মনকে শান্ত রাখার চেষ্টা করুন রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে এমন কোনও কাজ করুন, যাতে মন শান্ত থাকে। ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করতে পারেন, বই পড়তে পারেন, ঘর অন্ধকার করে ঢিমে লয়ের গান শুনতে পারেন। ৩) ডিজিটাল যন্ত্র থেকে দূরে থাকুন সন্ধের পর থেকেই ফোন, ল্যাপটপ, ট্যাবলেটের ব্যবহার কমাতে শুরু করুন। এই ধরনের ডিজিটাল ডিভাইস থেকে বিচ্ছুরিত নীল আলো ঘুমের বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে। ৪) ক্যাফিন এবং নিকোটিন থেকে দূরে থাকুন সারা দিন কাজের মধ্যে থাকেন বলে একাধিক বার কফি খান। বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া না দিলে কাজে গতি আসে না অনেকেরই। কিন্তু সমস্যা হল, সন্ধের পর থেকে বার বার ক্যাফিনজাতীয় পানীয় খেলে বা ধূমপান করলে মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলি উত্তেজিত হয়ে পড়ে। ফলে ঘুম আসতে সমস্যা হয়। তাই এই অভ্যাসগুলি ত্যাগ করতে পারলেই ভাল। ৫) দুপুরে ঘুমোবেন না কাজের মাঝে ১৫ থেকে ২০ মিনিটের "পাওয়ার ন্যাপ" নেওয়া ভাল। কিন্তু দুপুর বেলা মাছ-ভাত খেয়ে নাক ডেকে ঘুমোনোর অভ্যাস থাকলে, তা এখনই ত্যাগ করুন।

শীতকাল এলেই খাবারের প্রতি ভালবাসা যেন বেড়ে যায়

শীতকাল এলেই খাবারের প্রতি ভালবাসা যেন বেড়ে যায়। অন্য সময় খিদে মেটাতে যতটুকু দরকার, ততটুকু খেলেই চলে যায়। কিন্তু শীতকালে তেমনটি হয় না। এই সময় ঘন ঘন খিদে পায়। পেট ভরে খাবার খাওয়ার পরেও মনটা কেবলই খাই খাই করে। বিশেষ করে টুকটাক খাবার খাওয়ার জন্য মন বড্ড উচাটন হয়। শীতকালে খিদে বেড়ে যায় বলেই ওজনের পারদও চড়তে থাকে।

ফিসফ্রাই থেকে কাটলেট, মিষ্টি থেকে চকোলেট রসনাতৃপ্ত হতে শীতে এমন মনপসন্দ খাবার তো দেদার খাচ্ছেন। কিন্তু শীতে ঘন ঘন কেন খিদে পায়, জানতে ইচ্ছা করে না?

তাপমাত্রা

ঠান্ডায় নিজেকে উষ্ণ রাখতে চেষ্টার ত্রুটি রাখে না শরীর। উষ্ণ থাকতে শরীরের প্রয়োজন হয় প্রচুর পরিমাণে ক্যালোরির। শরীরের অন্দরে ক্যালোরি এনার্জি উতাদন করে। সেই জন্য শরীরে পর্যাপ্ত ক্যালোরির প্রয়োজন হয়। শীতে খুব দ্রুত ক্যালোরি ফুরিয়ে যায়। শরীরে ক্যালোরির পরিমাণ পর্যাপ্ত রাখার জন্য ঘন ঘন খিদে পায়।

শরীরে জলের পরিমাণ কমে যাওয়া শীতে তেষ্টা কম পায়। ফলে জল কম খাওয়া হয়। সারা দিনে ১ লিটার জলও খাওয়া হয় কি না, তা নিয়েও সন্দেহ আছে। তার পর সর্ব ক্ষণ গরম পোশাক পরে থাকার কারণে শরীর একেবারে জলশূন্য হয়ে পড়ে। কিন্তু শীত কিংবা গ্রীষ্ম, জল ছাড়া শরীরের অন্দরের ক্রিয়াকলাপ সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। শীতে জলের অভাব পূরণ করতেই বেশি খিদে পায়।

শীতকালীন অবসাদ

"উইন্টার ব্লুজ" অত্যন্ত সাধারণ একটি সমস্যা। কমবেশি সকলেরই শীতকালীন অবসাদ হয়। তার অন্যতম একটি কারণ সূর্যালোকের অভাব। শীতে রোদ বেশি ক্ষণ থাকে না। অধিকাংশ সময় মেঘলা থাকে চার পাশে। ভিটামিন ডি কম শোষিত হয় বলে মনেও তার প্রভাব পড়ে। আর ঠিক সেই কারণেই বারে বারে খিদে পায়।

ঠান্ডার সময়ে পোষ্যদেরও শরীর ডিহাইড্রেটেড হয়ে যেতে পারে

পুরোপুরি শীত না পড়লেও বাতাসে ঠান্ডার আমেজ রয়েছে। ভোরের দিকে, রাতে পাশে রাখা কাঁথা জড়িয়ে নিলে বেশ আরামই লাগছে। শীত যে আসছে, তা বোঝা যায় জল খাওয়ার পরিমাণ এবং অনীহা দেখলে। আপনার সঙ্গে সঙ্গে আপনার বাড়িতে থাকা পোষ্যটিরও একই হাল। ঠান্ডা পড়তে না পড়তেই জলের পাত্রের ধারে কাছে ঘেঁষছে না সে।

দিনের বেশির ভাগ সময়ে শুয়ে, ঘুমিয়ে থাকছে বলে পোষ্যের শরীরে কোনও অসুবিধা হলেও টের পাচ্ছেন না। তবে পশু চিকিতকেরা বলছেন, এই সময়ে মানুষের মতো পোষ্যদেরও শরীরে জলের অভাব ঘটে। ডিহাইড্রেশন থেকে তাদের শরীরে নানা রকম সমস্যা হতে পারে। তাদের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ গতিবিধি দেখলেই তা ধরে ফেলতে পারেন।

বাহ্যিক লক্ষণ

পোষ্যের শরীরের বাহ্যিক দিকে বেশ কিছু বিষয়ের উপর নজর রাখলেই ধরে ফেলতে পারেন, পোষ্যের শরীরে জলের অভাব ঘটছে কি না। সাধারণত পোষ্যদের নাক, মুখের অংশ ভিজে থাকে। আদর করতে এলেই তা টের পাওয়া যায়। খেয়াল রাখতে হবে, পোষ্যের ঠোঁট, মুখ খুব শুকিয়ে যাচ্ছে কি না। যদি এমনটা হয়, সে ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যেতে পারে সে ডিহাইড্রেশনের সমস্যায় ভুগছে। এ ছাড়া ঘোলাটে চোখ, পোষ্যের শরীরে অতিরিক্ত বলিরেখা দেখা দিলেও সতর্ক থাকতে হবে। তা ছাড়া তার মূত্রের রং গাঢ় এবং ঘন হয়ে গেলেও তা শরীরে জলের অভাবকেই বোঝায়। অভ্যন্তরীণ লক্ষণ প্রথমেই লক্ষ করুন, পোষ্য ক্লান্ত হয়ে পড়ছে কি না। রোজ যে ভাবে সকলের আগে ঘুম থেকে ওঠে, লম্ফঝম্ফ করে তেমনটা করছে কি না, তা খেয়াল করুন। যদি তা না করে থাকে, তা হলে বুঝতে হবে, তার শরীর মোটেই ভাল নেই। পোষ্যের শরীরে জলের অভাব ঘটছে কি না, তা ধরতে গেলে নজর রাখতে হবে তাদের খাবার খাওয়ার ইচ্ছে বা পরিমাণের উপর।

খাওয়া দাওয়ার পাঁচ নিয়ম

বয়স ৪০ পেরোতেই শরীর ভিতর থেকে কমজোরি হয়ে পড়তে শুরু করে। কম বয়সের মতো চনমনে ভাব অনেকটাই উধাও হয়ে যায়। অল্প পরিশ্রমেই তখন ক্লান্ত লাগে। সেই সঙ্গে নানা ক্রনিক সমস্যা ধীরে ধীরে বাসা বাঁধতে শুরু করে। ওজন বেড়ে যাওয়ারও ঝুঁকি থাকে। তাই চল্লিশের পর নিজের প্রতি বাড়তি যত্ন নেওয়া জরুরি।

এই সময় থেকে নিয়ম মেনে চলতে না পারলে বয়সকালে নানাবিধ সমস্যা দেখা দিতে শুরু করবে। বয়স যা-ই হোক, সুস্থ থাকতে খাওয়াদাওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কী খাচ্ছেন, তার উপর অনেকাংশ নির্ভর করে স্বাস্থ্যের হাল কেমন থাকবে। ৪০-এর পর খাওয়াদাওয়ায় পরিবর্তন আনা জরুরি। কতটা বদল আনলে ৪০-এর পরে সুস্থ থাকা সম্ভব?

১) অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া একেবারেই বন্ধ করতে হবে। বিশেষ করে বাইরের খাবারে সোডিয়াম, চিনি, নুনের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে। একটা বয়সের পরে এগুলি শরীরে প্রবেশ করলে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, টাইপ ২ ডায়াবিটিসের ঝুঁকি থাকে।

২) ফাইবার, মিনারেলস, ভিটামিন আছে এমন খাবার বেশি করে খেতে হবে। ভিতর থেকে সুস্থ থাকতে এই উপাদানগুলি শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকা জরুরি। এগুলির অভাবে নানা অসুখ বাসা বাঁধতে পারে শরীরে।

৩) ৪০ পেরোনোর পর থেকে পেটের নানা গোলমাল লেগেই থাকে। গ্যাস জমে জমে আরও অনেক রোগের ঝুঁকি বাড়ে। তাই অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে ভরসা রাখতে নিয়ম মেনে চলতেই হবে।

৪) ফল, শাকসব্জি বেশি করে খেতে হবে। কারণ এই খাবারগুলিতে ভিটামিন, ফাইবার, মিনারেলস যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। এগুলি সার্বিক ভাবে যত্ন নেয় শরীরের। বাড়িয়ে তোলে প্রতিরোধ ক্ষমতা। ৫) শাকসব্জি, ফলমূল ছাড়াও বাদাম, নানা ধরনের শস্যতেও ভিটামিন, মিনারেলস রয়েছে ভরপুর পরিমাণে। চল্লিশের পর হার্টের রোগের ঝুঁকি কমাতে এগুলি খাওয়া জরুরি। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতেও বাদাম, শস্য খাওয়া জরুরি।

তিন খাবার: খাওয়ার পরেই জল খেলে পেটের গোলমাল দেখা দিতে পারে

পছন্দের চকোলেট কিংবা ভাজাভুজি খাওয়ার পর একটু গলা ভেজাতেই হয়। তবে খাবার খেতে খেতে জল খাওয়ার অভ্যাস স্বাস্থ্যকর নয়, তেমনটাই বলে থাকেন চিকিতকেরা। শুধু খাবার খাওয়ার সময় নয়, খাওয়ার একদম পরেই জল খাওয়া শরীরের জন্য একেবারে ভাল নয় বলে মনে করেন পুষ্টিবিদেরাও। তবে অনেক সময়ে পরিস্থিতি এমন থাকে যে, খাওয়ার পরে জল না খেলে স্বস্তি পাওয়া যায় না। তেমন কিছু ক্ষেত্রে জল খেতেই হয়। কিন্তু কিছু খাবার রয়েছে, যেগুলি খাওয়ার পর জল খেলে আবার হিতে বিপরীত হতে পারে। ফল ফল খাওয়ার পর জল না

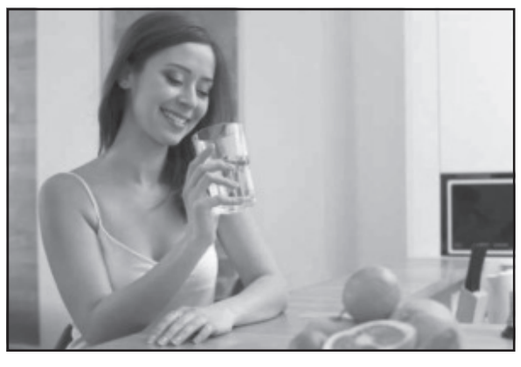

খাওয়াই শ্রেয় বলে মনে করছেন চিকিতকেরা। তাতে বদহজমের সমস্যা দেখা দিতে পারে। অনেক সময়ে ফল খেয়ে জল খেলে অম্বলও হতে পারে। লেবু, শসা, তরমুজের মতো ফল নিয়ম করে খেলে সুফল পাওয়া যায়। কিন্তু এই সব ফল খাওয়ার পরেই জল খেলে হজমের গোলমাল হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। ভাজাভুজি তেলমশলা, ভাজাভুজি দেওয়া কোনও রান্না খাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে জল না খাওয়াই ভাল। কারণ, এই দু'ধরনের খাবার হজম করা কঠিন। মশলাদার খাবার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জল যদি শরীরে যায়, তবে খাবার হজম হতে সময় বেশি নেবে। তাই ভাজা কোনও খাবার খাওয়ার অন্তত আধ ঘণ্টা পর জল খেলেই ভাল। ঠান্ডা আইসক্রিম খাওয়ার পরও সঙ্গে সঙ্গে জল খেতে বারণ করেন চিকিৎসকরা। এর কারণ, অতিরিক্ত ঠান্ডা আইসক্রিম আর সাধারণ তাপমাত্রার জল একসঙ্গে প্রবেশ করলে তা গলার ক্ষতি করতে পারে। ঠান্ডা-গরম লেগে গলা ব্যথা শুরু হতে পারে সঙ্গে সঙ্গে।

বুধবার আগরতলায় বেআইনি পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে নামে ট্রাফিক দপ্তর। ছবি- নিজস্ব।

পয়লা ডিসেম্বর তিরুবনন্তপুরমে পঞ্চম গ্লোবাল আয়ুর্বেদ উৎসবের উদ্বোধন উপরাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় পয়লা ডিসেম্বর তিরুবনন্তপুরমে পঞ্চম গ্লোবাল আয়ুর্বেদ উৎসবের উদ্বোধন করবেন। তিনি পয়লা ডিসেম্বর একদিনের সফরে কেরলের রাজধানী তিরুবনন্তপুরমে যাবেন। বুধবার উপরাষ্ট্রপতির সচিবালয় এই তথ্য জানিয়েছে। তিরুবনন্তপুরমে গিয়ে ধনখড় পঞ্চম গ্লোবাল আয়ুর্বেদ উৎসবের উদ্বোধন করবেন।

‘কেন্দ্রর বঞ্চনা’-র প্রতিবাদে হিঙ্গলগঞ্জে তৃণমূলের পথ অবরোধ

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৯ নভেম্বর (হি.স.): একদিকে যখন অমিত শাহের সভার প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে। ঠিক সেই সময় সুন্দরবন লাগোয়া হিঙ্গলগঞ্জের কালুতলায় লেবুখালী হাসনাবাদ রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, ”কেন্দ্র যে বঞ্চনা করছে রাজ্যের প্রতি এবং দাঙ্গাবাজ অমিত শাহ এর এই রাজ্যে সভা করার কোনও অধিকার নেই। আগে রাজ্যের দাবি পূরণ করুক, তারপরে ভোট করবে।”

প্রসঙ্গত, কলকাতায় বুধবার ”দুর্নীতি” বনাম ”বঞ্চনা”র লড়াই। কেন্দ্রীয় প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগে ধর্মতলায় বিজেপি-র মহা সম্মেলনের প্রধান আকর্ষণ অমিত শাহ।

সুড়ঙ্গ শ্রমিকরা মাননীয়ার ‘ডবল ডবল চাকরি’র ভরসায় বসে থাকবেন, প্রশ্ন তথাগতর

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর (হি.স.): সুড়ঙ্গ শ্রমিকরা কি মাননীয়ার ‘ডবল ডবল চাকরি’ র ভরসায় বসে থাকবেন? বুধবার এই প্রশ্ন তুললেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

তথাগতবাবু এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, “সুড়ঙ্গ শ্রমিকরা তো অক্লান্ত চেষ্টার ফলে মুক্তি পেলেন ! প্রশ্ন,এখন তাঁরা কি করবেন ? তাঁদের পরিবারবর্গ বলছেন, আর তাঁদের রাজ্যের বাইরে যেতে দেবেন না। তাহলে কি তাঁরা মাননীয়ার ‘ডবল ডবল চাকরি’ র ভরসায় বসে থাকবেন? নিউ টাউনে বিনিয়োগ টেনে আনার যে কুনাট্য অভিনীত হল তার উপর ভরসা করবেন?”

প্রসঙ্গত, উত্তরাখণ্ড রাজ্যের একটি নির্মীয়মাণ সুড়ঙ্গ ধসে পড়ে আটকে পড়া ৪১ জন শ্রমিককে মঙ্গলবার রাতে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। সুড়ঙ্গের ভেতরে জমে থাকা ধসের শেষ অংশটি হাতে কাটা হয়। তার আগে শ্রমিকদের উদ্ধারের প্রচেষ্টা বারে বারে বাধা পেয়েছে। তারা গত ১৭ দিন ধরে সুড়ঙ্গের ভেতরে আটকিয়ে ছিলেন।

ভারতীয় দলের প্রধান কোচ থাকলেন দ্রাবিড়ই, চুক্তির মেয়াদও বাড়ান হল সাপোর্ট স্টাফদের

মুম্বই, ২৯ নভেম্বর (হি.স.): সব জল্পনার অবসান।শেষ পর্যন্ত রাহুলের উপরেই আস্থা রাখল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ড (বিসিসিআই) প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড় এবং টিম ইন্ডিয়ার সাপোর্ট স্টাফের চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর কথা আজ ঘোষণা করেছে। ২০২৩ সালের আইসিসি বিশ্বকাপ পর্যন্ত রাহুল দ্রাবিড়ের চুক্তি ছিল। মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেই বিসিসিআই তাঁর সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত আজ সর্বসম্মতিক্রমে তার এবং সাপোর্ট স্টাফদের মেয়াদ বাড়ানোর কথা ঘোষণা করল বিসিসিআই। বিসিসিআই-এর সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, ভারতীয় দলকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দ্রাবিড়ের ভূমিকার প্রশংসা করেছে বোর্ড।

এই প্রসঙ্গে রাহুল বলেছেন,” বিসিসিআইকে ধন্যবাদ আমার উপর আস্থা রাখার জন্য।”

বিসিসিআই সচিব জয় শাহ বলেছেন,’তিনি কোচের দায়িত্ব নিয়ে প্রমাণ করেছেন কাজের প্রতি তার অতুলনীয় দায়বদ্ধতা দিয়ে। তার প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে এবং আগামী দিনে আমরা তাকে আন্তর্জাতিক স্তরে ধারাবাহিক সাফল্যের জন্য সব রকম সহযোগিতা করব।”

স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের প্রতিবাদ করায় স্বামীকে খুনের অভিযোগ

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৯ নভেম্বর (হি.স.): বুধবার বাড়ি থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়। মৃতের নাম পরিতোষ অধিকারী। অভিযোগ, প্রেমিকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বধূই নিজের স্বামীকে খুন করেছে।

পরিবারের দাবি, স্বামীকে শ্বাসরোধ করে মারে সে। আত্মহত্যার তত্ত্ব খাড়া করতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় দেহ। বসিরহাট থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে বধূকে আটক করেছে পুলিশ। ফেরার প্রেমিক।

বেশ কয়েক বছর আগে বসিরহাট পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের গোয়ালপাতা এলাকার বাসিন্দা পরিতোষের সঙ্গে রীতার বিয়ে হয়। সম্পর্ক আচমকাই উষ্ণতা হারায়। পরিতোষের পরিবারের দাবি, বয়সে ছোট প্রতিবেশী যুবক প্রবীর দাসের সঙ্গে সম্প্রতি বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়ান বধূ।

তা আচমকাই জানতে পারেন পরিতোষ। অভিযোগ, তা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ চরমে পৌঁছয়। এলাকায় সালিশি সভাও বসায় পরিতোষ।

তার পরেও সম্পর্কের উন্নতি হয়নি। অভিযোগ, প্রেমিকের সহযোগিতায় স্বামীকে মারধর করে সে। স্বামীকে শ্বাসরোধ করে খুন করে বলেও অভিযোগ। আত্মহত্যার তত্ত্ব খাড়া করতেই রীতা খুনের পর স্বামীর দেহ ঝুলিয়ে দেয় বলেও দাবি প্রতিবেশীদের।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বসিরহাটে থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। এই ঘটনায় মৃতের স্ত্রীকে আটক করেছে পুলিশ। প্রেমিক প্রবীর দাস পলাতক।

টানেল উদ্ধার অভিযান নিয়ে আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী খুব আবেগপ্রবণ ছিলেন : অনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : মন্ত্রিসভার বৈঠকে টানেল উদ্ধার অভিযান নিয়ে আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী খুবই আবেগপ্রবণ ছিলেন বলে বুধবার মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর।

মঙ্গলবার রাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে উত্তরাখণ্ড টানেল উদ্ধার মিশন নিয়ে আলোচনা হয়। সিল্কিয়ারা টানেল থেকে ৪১ জন শ্রমিককে উদ্ধারের বিষয়টিকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ’খুব আবেগপ্রবণ’ ছিলেন বলে বুধবার জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গৃহীত সিদ্ধান্তের বিষয়ে সাংবাদিকদের তিনি বুধবার বলেন, বিষয়টির দিকে ’পুরো সরকারী’ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এবং প্রতিটি জীবন বাঁচানোর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী জানান, নির্বাচনী প্রচারে থাকা অবস্থায় উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি সহ বিভিন্ন উৎস থেকে দিনে অন্তত দুবার টানেল সংক্রান্ত বিষয়ে আপডেট পেতেন।

তমলুকে ৯ ঘন্টা বনধের ডাক টোটো চালকদের, নাজেহাল যাত্রীরা

পূর্ব মেদিনীপুর, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই রাজ্য ও জাতীয় সড়কে টোটো চলাচল বন্ধ রাখার ব্যাপারে পদক্ষেপ করেছে প্রশাসন। এ ব্যাপারে কড়া নির্দেশিকা রয়েছে পরিবহণ দফতরের। প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পালটা ধর্মঘটের রাস্তায় হাঁটছে টোটো ইউনিয়নগুলো। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় তমলুক শহরে বুধবার নয় ঘণ্টা ব্যাপী টোটো বনধের ডাক দেওয়া হয়েছে। টোটো বনধের জেরে নাজেহাল যাত্রীরা।

বুধবার সকাল ছয়টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত তমলুক শহরে টোটো বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেন চালকরা। টোটো চালকরা জানান, প্রশাসনের নির্দেশিকা অনুযায়ী ইতিমধ্যে তাঁরা জাতীয় সড়কগুলিতে গাড়ি চালানো বন্ধ রেখেছেন। তবে রাজ্য সড়কগুলিতে টোটো চালানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা করার আর্জি জানানো হয়েছে।

শুধু তমলুক শহরেই নয়, আগামী দিনে জেলা জুড়ে এই আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনের বজ্র আঁটুনির কারণেই বেঁকে বসেছে টোটো চালকরা। বুধবার টোটো বন্ধ রাখার ব্যাপারে শহর জুড়ে মঙ্গলবার প্রচারও চালানো হচ্ছে। টোটো চালক ইউনিয়নের সভাপতি চঞ্চল খাঁড়া জানিয়েছেন, পুলিশ এবং আদালতের নির্দেশ মানতে আমাদের কোনও বাধা নেই। তবে মানবিকতার খাতিরে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা উচিত। প্রচুর মানুষ টোটো গাড়ির উপর নির্ভর করে স্কুল, কলেজ, অফিস, হাসপাতালে যাওয়ার ভরসায় থাকেন। রাজ্য সড়কেও আমাদের উঠতে দেওয়া না হলে হাজার হাজার টোটো চালক সংকটের মুখে পড়বেন।

শাহর সভায় আসা বিজেপি কর্মীদের খাওয়ার ব্যবস্থা হাওড়ায়

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর (হি.স.): অমিত শাহের সভা ঘিরে কর্মব্যস্ততা মহানগরে। এই মহাসভা ঘিরে দলের কর্মী-নেতারা জড়ো হন। আর তাঁদের জন্য হাওড়া স্টেশনের বাইরে বিজেপির কর্মীদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

খাবারের জন্য টেবিল এবং প্রচুর পরিমাণে শালপাতা জোগাড় করা হয়। সবজি রান্না হয় আলু, পটল দিয়ে। তার আগে ডেচকিতে করে ধোয়া হয় সেই তরি তরকারি। ডাল রান্না করে ছড়িয়ে দেওয়া হয় কাঁচা লঙ্কাও। নীল রঙের বড় বড় ড্রামে মজুত করা হয় সেসব। সব মিলিয়ে মহাযজ্ঞ। বড় সভার সঙ্গে কর্মীদের পেটপুজোতেও খেয়াল রাখছে গেরুয়া শিবিরের শীর্ষ নের্তৃত্ব।

কলকাতায় আজ ”দুর্নীতি” বনাম ”বঞ্চনা”র লড়াই। কেন্দ্রীয় প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগে আজ ধর্মতলায় অমিত শাহ। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে বিধানসভা চত্বরে তৃণমূলের প্রতিবাদ কর্মসূচি। আজ বিজেপির মেগা ইভেন্টে প্রধান বক্তা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

পুণে-তে পৌঁছলেন রাষ্ট্রপতি, মহারাষ্ট্রে দ্রৌপদী মুর্মু ৪-দিনের সফর শুরু

পুণে, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৪ দিনের সফরে মহারাষ্ট্রে পৌঁছেছেন। বুধবার পুণে-তে পৌঁছলে রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল রমেশ বাইস। পুণের কাছে লোনাভালায় কৈবল্যধাম আয়োজিত তাদের শতবর্ষ উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে ”বিদ্যালয়ে যোগা” সংক্রান্ত এক জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন রাষ্ট্রপতি। এদিন সন্ধ্যায় খাড়কওয়াসলায় ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমিতে রাষ্ট্রপতির সম্মানে নৈশভোজে শ্রীমতি মুর্মু উপস্থিত থাকবেন।

আগামীকাল সেখানে ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডমির ১৪৫-তম কোর্সের পাসিং আউট প্যারেডে উপস্থিত থাকবেন। পঞ্চম ব্যাটেলিয়ানের নতুন ভবনের শিলান্যাস করবেন রাষ্ট্রপতি। আগামী শুক্রবার রাষ্ট্রপতি পুণের আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজকে প্রেসিডেন্টস কালার প্রদান করবেন। এর পাশাপাশি রাষ্ট্রপতির একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে।

মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ড্রোন দেওয়ার পরিকল্পনা অনুমোদন

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে (এসএইচজি) ড্রোন সরবরাহ করার প্রকল্পটি অনুমোদন করেছে। এ জন্য ২০২৪-২৫ সাল থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য ১২৬১ কোটি টাকা খরচ হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা বুধবার এই প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। ২০২৩-২৪ সাল থেকে ২০২৫-২০২৬ সালের মধ্যেকার সময়কালের মধ্যে কৃষি কাজের জন্য কৃষকদের ভাড়া পরিষেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৫,০০০ নির্বাচিত মহিলা এসএইচজি-কে ড্রোন সরবরাহ করাই এই প্রকল্পের লক্ষ্য।

ড্রোন সরবরাহ করার জন্য গ্রুপগুলি চিহ্নিত করা হবে। ড্রোন এবং আনুষাঙ্গিক খরচের ৮০ শতাংশ এবং আনুষঙ্গিক ফি কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তা ফলে বহন করা হবে। এক্ষেত্রে খরচ হবে সর্বোচ্চ আট লক্ষ টাকা। ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সী যোগ্য মহিলা সদস্যদের রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশন এবং এলএফসি দ্বারা ১৫ দিনের প্রশিক্ষণের ফলে নির্বাচিত করা হবে। যারমধ্যে থাকবে ৫ দিনের বাধ্যতামূলক ড্রোন পাইলট প্রশিক্ষণ এবং পুষ্টিকৃষির জন্য অতিরিক্ত ১০ দিনের প্রশিক্ষণ। ড্রোন সরবরাহের পাশাপাশি প্যাকেজ হিসেবে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

রাজ্যের বঞ্চনার অভিযোগ পেতে সভামঞ্চের পাশে ড্রপ বক্স

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : জব কার্ড হোল্ডারদের টাকা আটকে রাখার অভিযোগ তুলে যখন সরব রাজ্যের শাসক দল, তখনও পাল্টা অভিযোগে পিছিয়ে থাকতে রাজি নয় বঙ্গ বিজেপি। কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্প থেকে বঞ্চনা করা হচ্ছে বলে এবার অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। অভিযোগ জানানোর জন্য বুধবার ধর্মতলার সভামঞ্চের পাশে ড্রপ বক্সেরও ব্যবস্থা করা হল এবার।কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ অভিযোগ তুলে দিল্লি পর্যন্ত ছুটে গিয়েছিল তৃণমূল নেতৃত্ব। কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের দফতরেও পৌঁছে গিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার পাল্টা কৌশল বিজেপির। একাধিক টিনের বাক্সের পাশে লেখা রয়েছে ‘বঞ্চনা ভাণ্ডার’। শুধু বিজেপি নয়, যে কোনও দলের সদস্য বা অরাজনৈতিক ব্যক্তিরাও ওই বাক্সে বঞ্চনার অভিযোগ জানাতে পারেন বলে বিজেপি-র তরফে জানানো হয়েছিল। দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার মঞ্চের ভাষণে বলেন, “ইতিমধ্যে ৫০ হাজার অভিযোগ জমা পড়েছে”। আপাতত শহরের মঞ্চের পাশে বাক্সগুলি রাখা হলেও পরবর্তীতে জেলাতেও এই সব বাক্স পৌঁছে দেবে বিজেপি।

শুভেন্দুকে বার করতে পারবেন দিদি, জনতাকে চুপ করাতে পারবেন না: শাহ

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে মঞ্চে মন্তব্য করলেন অমিত শাহের। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, “শুভেন্দুকে বার করতে পারবেন দিদি, জনতাকে চুপ করাতে পারবেন না”।

ধর্মতলায় ২১ জুলাইয়ের সভাস্থলে জনসভা করে রাজ্য বিজেপি। এই সভায় মূল বক্তা হিসাবে ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। দুপুর পৌনে ২টো নাগাদ সভায় আসেন তিনি। তিনি আসতেই তাঁকে স্বাগত জানাতে তৎপর হতে দেখা যায় বিজেপি নেতাদের। উঠতে থাকে ‘অমিতজি সুস্বাগতম‘‘ স্লোগান।

বক্তৃতা দিতে ওঠেন দুটো দশ নাগাদ।

অমিত শাহ বলেন, ধর্মতলার পবিত্র জমিকে, বাংলার এই পবিত্র জমিকে শুরুতেই প্রণাম জানাই। এই মাটি দেশকে সর্বদা দিশা দেখিয়েছে। আমি শুরুতেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে প্রণাম জানাই।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘‘নির্বাচনী হিংসা গোটা দেশের মধ্যে সব থেকে বাংলায় সবথেকে বেশি হয়। অনুপ্রবেশকারীদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার আটকাতে পারে না। এখন ওদের প্রকাশেই ভোটার কার্ড, আধার কার্ড দেওয়া হচ্ছে।”

মমতার বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে অমিত শাহ বলেন, ’২ কোটি ৩০ লাখ ভোট বাংলায় ভারতীয় জনতা পার্টি পেয়েছে। আমাদের নেতা শুভেন্দু অধিকারীকে দিদি দ্বিতীয়বার বিধানসভা থেকে বরখাস্ত করে দিয়েছেন। আমি বলছি, দিদি কান খুলে শুনে নিন শুভেন্দুজিকে আপনি বিধানসভার বাইরে বের করতে পারেন। কিন্তু, বাংলার জনতাকে চুপ করাতে পারবেন না। বাংলার মানুষ বলছে দিদি আপনার সময় এবার শেষ হয়ে গিয়েছে।’

অমিত শাহ বলেন, ‘‘আজ বাংলার ১৮ লোকসভা আসন, ৭৭ বিধানসভা আসন বিজেপিকে দিয়ে বাংলার মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছে এখানে পরের সরকার ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হবে।”

মাঝ আকাশে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া, বাধ্য হয়ে ব্যাঙ্ককের বিমান দিল্লিতে নামালেন পাইলট

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : বিমানটির গন্তব্য ছিল ব্যাঙ্কক। কিন্তু ব্যাঙ্ককের পরিবর্তে দিল্লিতে বিমান অবতরণ করতে বাধ্য হলেন পাইলট। মাঝ আকাশে বিমানের মধ্যে স্বামী ও স্ত্রী এমন ঝগড়া শুরু করেন যে, জরুরি অবতরণ ছাড়া পাইলটের অন্য উপায় ছিল না। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এক জনকে নামিয়ে দিয়ে আবার বিমান গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দেয়।

ব্যাঙ্ককগামী বিমানটিতে ছিলেন এক জার্মান ব্যক্তি এবং তাঁর স্ত্রী। মহিলা অবশ্য জার্মান নাগরিক নন। তিনি তাইল্যান্ডের বাসিন্দা। তাঁদের দু’জনের মধ্যে কোনও বিষয়কে কেন্দ্র করে বচসা বাধে বিমানের মধ্যেই। ক্রমে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। স্বামীর আচরণে আতঙ্কিত হয়ে বিমানকর্মী এবং পাইলটের সাহায্য চান মহিলা। দম্পতিকে সামলাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন বিমানকর্মীরা। এই পরিস্থিতিতে দিল্লির উপর দিয়ে যাওয়ার সময় পাইলট বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যাত্রীদের আচরণের কারণে বিমান জরুরি অবতরণ করাতে হয়।

বিমানটিকে প্রথমে পাকিস্তানের একটি বিমানবন্দরে নামাতে চেয়েছিলেন পাইলট। কিন্তু পাক বিমানবন্দর থেকে অনুমতি মেলেনি। তার পরেই দিল্লি বিমানবন্দরের দ্বারস্থ হন। দিল্লিতে পৌঁছে ব্যক্তিকে বিমান থেকে নামিয়ে দেওয়া হয় জোর করে। তাঁকে বিমানবন্দরের নিরাপত্তারক্ষীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। নিরাপত্তারক্ষীদের কাছে নিজের আচরণের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন অভিযুক্ত। তাঁর বিষয়ে জার্মান দূতাবাসের সঙ্গে কথাবার্তা বলা হচ্ছে।

ধর্মতলার মঞ্চে সরব বিজেপি নেতারা

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর, (হি.স.): ধর্মতলার সভায় উপস্থিত সমর্থকদের গৈরিক অভিনন্দন জানালেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তোলেন চোর ধরো জেল ভরো স্লোগান।

বুধবার অমিত শাহর আগে ধর্মতলার সভায় সুকান্তবাবু এবং শুভেন্দুবাবু ছাড়াও বক্তৃতা দেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার, দলের প্রাক্তন দুই রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও রাহুল সিনহা, বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল, বিজেপি-র রাজ্য মুখপাত্র শমীক ঘোষ, নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

সুকান্তবাবু বলেন, “এত বাধার পর এই লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় যে বঞ্চিত মানুষেরা এখানে এসেছেন তাঁদের সকলকে আমি গৈরিক অভিনন্দন জানাই। প্রণাম জানাই।” এরপরই শুরু থেকেই মমতা-অভিষেকের বিরুদ্ধে চাঁচাছোলা মন্তব্য শানাতে দেখা যায় তাঁকে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বলেন, চব্বিশে আমরা করে দেব খেলা, ছাব্বিশে মিলেয়ে যাবে মেলা।”

মঞ্চে উঠেই ‘ভারত মাতা কী জয়’ স্লোগান দেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মমতার সরকারকে চাঁচাছোলা আক্রমণ করেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক। বলেন, কালকে বিধানসভা থেকে তাড়িয়েছে আমাকে। আমি আপনাদের মাধ্যমে বলছি লোকসভা নির্বাচনে মমতাকে সাসপেন্ড করবেন তো?” এর পরই তোলেন চোর ধরো জেল ভরো স্লোগান।

সুভাষ সরকার বলেন, ”গোটা পশ্চিমবঙ্গে কান পাতলায় শোনা যায় কোটি কোটি মানুষের হাহাকার। বঞ্চিতদের হাহাকার। সেই হাহাকারকে সংগঠিত করে আজ আমরা কলকাতার রাজপথে নিয়ে এসেছি। আজকের সভা প্রতিবাদের সভা।”

অগ্নিমিত্রা অভিযোগ করেন, “মুখ্যমন্ত্রী সভা বানচালের চেষ্টা করেছিলেন”। লকেট বলেন, ‘‘দেশজুড়ে শীঘ্রই রাম রাম শুনবেন।‘‘

‘কেন্দ্রীয় বঞ্চনা’ এবং ‘প্রতিহিংসার রাজনীতির’ অভিযোগ মমতার

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : বুধবার দুপুরে যখন বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছিলেন, তখন ধর্মতলার সভায় বক্তব্য করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার শুভেন্দুকে শীতকালীন অধিবেশন থেকে সাসপেন্ড করেছেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুভেন্দুবাবুরা যখন তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করে আক্রমণ শানান, তখন বিধানসভায় মমতার বক্তব্যে উঠে আসে ‘কেন্দ্রীয় বঞ্চনা’ এবং ‘প্রতিহিংসার রাজনীতির’ অভিযোগ।

বিজেপি বিধায়কদের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মমতা। তিনি বলেন, “কে কোথায় টাকা রাখছে, খোঁজ রাখছি। দিল্লিতে ক্ষমতায় আছে। তাই, ইডি-সিবিআইয়ের ব্যবহার হবে। তোমরা যখন ক্ষমতায় থাকবে না, তখন মানুষের উপর অত্যাচারের কড়ায়-গন্ডায় হিসেব হবে।”

বিধানসভায় মমতা বলেন, “আমি জীবন্ত মা দুর্গা সাজলে কেউ গ্রহণ করবে না।

সব দলেই ভাল এবং খারাপ আছে। সিপিএম বা ও দিক (বিজেপি) থেকে আসা লোক অন্যায় করতে পারে। ব্যবস্থা নিয়েছি। আর কৃষ্ণ কল্যাণী, তন্ময় ঘোষকে হুমকি দিয়ে বলেছে তোমার বাড়িতে ইডি যাবে। চলে গেল!” উল্লেখ্য, বিজেপিত্যাগী কৃষ্ণ কল্যাণী অভিযোগ করেছিলেন, বিধানসভায় তাঁকে হুমকি দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বলা হয়েছিল, তাঁর বাড়িতে আয়কর হানা হবে। ঘটনাক্রমে কয়েক মাস আগে কৃষ্ণের বাড়িতে ইডি এবং আয়কর অভিযান হয়।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত কল্যাণময়ের জামিন

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর (হি.স.): স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিন পেলেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়। বুধবার তাঁকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দিল কলকাতা হাই কোর্ট। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কল্যাণকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই।

এসএসসি দুর্নীতি মামলায় ২০২২ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর টানা জেরার পরে গ্রেফতার করা হয় কল্যাণময়বাবুকে। ২০১০ সাল থেকে টানা প্রায় ১০ বছর মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি থাকাকালীন শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বলে সিবিআইয়ের অভিযোগ। এর আগে বিশেষ সিবিআই আদালত এবং হাই কোর্টে তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে যায়। বুধবার বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, তদন্তে সব রকম সহযোগিতা করতে হবে কল্যাণময়বাবুকে। কলকাতার বাইরে তিনি যেতে পারবেন না। প্রবেশ করতে পারবেন না বিধাননগর কমিশনারেট এবং পার্ক স্ট্রিট থানা এলাকায়। আদালত জানিয়েছে, পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতিকে পাসপোর্ট নিম্ন আদালতে জমা রাখতে হবে।

সাদা বলের ক্রিকেট থেকে বিরতি নিচ্ছেন বিরাট কোহলি

মুম্বই, ২৯ নভেম্বর (হি.স.): সাদা বলের ক্রিকেট থেকে বিরতি নিচ্ছেন বিরাট কোহলি।আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকার সিরিজে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলবেন না তিনি। তবে খেলবেন টেস্ট সিরিজে। বিরাট কোহলি আপাতত সাদা বলের ক্রিকেট থেকে ”ব্রেক” নিচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে। ২৬ ডিসেম্বর থেকে সেঞ্চুরিয়ানে যে টেস্ট সিরিজ হচ্ছে তাতে তিনি খেলবেন।

উজ্জ্বল আগামীর অভিমুখ

ভারত জি-২০ প্রেসিডেন্সি এবং একটি নতুন বহু পক্ষিকতার ভোর

- নরেন্দ্র মোদী

● প্রথম পাতার পর

২০৩০ সালের মধ্যে তাদের জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (এনডিসি) পূরণের জন্য ৫.৯ ট্রিলিয়ন ডলার প্রয়োজন।

প্রয়োজনীয় সম্পদের কথা বিবেচনা করে জি-২০ আরও ভাল, বৃহত্তর এবং আরও কার্যকর বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংকের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছে।

একই সঙ্গে ভারত জাতিসংঘের সংস্কারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে, বিশেষ করে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের মতো প্রধান অঙ্গগুলির পুনর্গঠনে, যা আরও ন্যায়সঙ্গত বৈশ্বিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করবে।

ঘোষণাপত্রে লিঙ্গ সমতা কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান পেয়েছে এবং আগামী বছর নারীর ক্ষমতায়নের জন্য একটি নিবেদিত ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। ভারতের সংসদ ও রাজ্য বিধানসভার এক-তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা ভারতের মহিলা সংরক্ষণ বিল ২০২৩ মহিলাদের নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের প্রতি আমাদের অঙ্গীকারের নিদর্শন।

নয়াদিল্লি ঘোষণাপত্রে এই মূল অগ্রাধিকারগুলির মধ্যে সহযোগিতার একটি নতুন চেতনা রয়েছে, যা নীতিগত সমন্বয়, নির্ভরযোগ্য বাণিজ্য এবং উচ্চাভিলাষী জলবায়ু পদক্ষেপের প্রতি মনোযোগ প্রদান করে। এটা গর্বের বিষয় যে আমাদের প্রেসিডেন্সির সময় জি-২০ ৮৭টি ফলাফল অর্জন করেছে এবং ১১৮টি নথি গ্রহণ করেছে, যা অতীতের তুলনায় উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমাদের জি-২০ প্রেসিডেন্সির সময় ভারত ভূ-রাজনৈতিক ইস্যু এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের উপর তাদের প্রভাব নিয়ে আলোচনার নেতৃত্ব দিয়েছে। সন্ত্রাসবাদ এবং অসামরিক নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা অগ্রহণযোগ্য এবং আমাদের অবশ্যই জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে এর মোকাবেলা করতে হবে। আমাদের অবশ্যই শত্রুতার চেয়ে মানবতাবাদকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং পুনরাবৃত্তি করতে হবে যে এটি যুদ্ধের যুগ নয়।

আমি আনন্দিত যে আমাদের প্রেসিডেন্সির সময় ভারত অসাধারণ কিছু অর্জন করেছে: এটি বহুপাক্ষিকতাকে পুনরুজ্জীবিত করেছে, গ্লোবাল সাউথের কণ্ঠকে প্রসারিত করেছে, উন্নয়নের পক্ষে এবং সর্বত্র নারীর ক্ষমতায়নের জন্য লড়াই করেছে।আমরা যখন ব্রাজিলের হাতে জি-২০ প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব হস্তান্তর করছি, তখন আমরা এই প্রত্যয় নিয়ে তা করছি যে, জনগণ, গ্রহ, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য আমাদের সম্মিলিত পদক্ষেপ আগামী বছরগুলোতে প্রতিধ্বনিত হবে।

সরকারের উদ্যোগ

● প্রথম পাতার পর

রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেনে করে রাজ্যে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে সমস্ত খরচ বহন করবে। নয়াদিল্লিস্থিত ত্রিপুরা ভবনের আধিকারিকগণ সংশ্লিষ্ট তীর্থযাত্রীদের দেখভালের বিষয়ে যাবতীয় তদারকি করেছেন।ইতিমধ্যে তীর্থযাত্রী দলের জনৈকা গীতারাণী দাসের (স্বামী রাজকুমার দাস) মধ্য ডুকলি (৬২) অকমাৎ মৃত্য ঘটে। রাজ্য সরকারের তরফে মৃত গীতারাণী দাসের পরিবারকে এক লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি দিল্লিতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতেও সহায়তা করা হয়। রাজ্যের পরিবহণমী সুশান্ত চৌধুরী তীর্থযাত্রীদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় রেলমকের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করেন। শ্রীচৌধুরী রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিকদের তৎপরতার সঙ্গে দ্রত ব্যবস্থাদি গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেন। পরিবহণ দপ্তরের পক্ষ থেকে রেলওয়ের আধিকারিকদের সাথে কথা বলে তীর্থযাত্রীদের ফিরিয়ে আনার বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মৈত্রী

● প্রথম পাতার পর

সুপার ডাঃ শঙ্কর চক্রবর্তীকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসায় সহায়তা করার নির্দেশ দেন। প্রতাপগড়ের মূক ও বধির যুবক উজ্জল দাস বিকলাঙ্গ ভাতা প্রদানের আর্জি নিয়ে আজ মুখ্যমীর সঙ্গে দেখা করেন। উজ্জল দাস জন্মের পর থেকেই মূক ও বধির। ফলে তাকে কাজ পেতেও অসুবিধার সম্মখীন হতে হচ্ছে। এ অবস্থায় তার স্ত্রী সংসার প্রতিপালনের জন্য গৃহ পরিচারিকার কাজ করছেন। মুখ্যমী উজ্জল দাসের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখে তাকে বিকলাঙ্গ ভাতা প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়কে নির্দেশ দেন। আমতলির সিংহমুড়ার বাসিন্দা বাবুল সরকার তার চিকিৎসা সংক্রান্ত সহায়তার আর্জি নিয়ে আজ মুখ্যমীর সঙ্গে দেখা করেন। পেশায় অটোচালক বাবুল সরকার ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে বেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। এরফলে তার শরীরের বাম অংশ সম্পর্ণ প্যারালাইজড হয়ে যায়। ফলে তিনি বর্তমানে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। তিনি পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী হওয়ায় তার পরিবার বর্তমানে আর্থিক সমস্যায় পড়েছেন। এই অবস্থায় তিনি তার চিকিৎসার খরচ মেটাতেও হিমসিম খাচ্ছেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আর্থিক সহায়তা প্রদানের আর্জি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। মুখ্যমী বাবুল সরকারের চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখে জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে নির্দেশ দেন। পাশাপাশি সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে বাবুল সরকারকে কিভাবে সহায়তা করা যেতে পারে সে বিষয়টি দেখার জন্য সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়কে নির্দেশ দেন। খোয়াই'র পূর্ব বাচাইবাড়ির মলিনা দেববর্মা তার ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত স্বামীর চিকিৎসার সহায়তার আর্জি নিয়ে আজ মুখ্যমীর সঙ্গে দেখা করেন। তার স্বামী ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে তিনি তার স্বামীর সঠিক চিকিৎসাও করাতে পারছেন না। মুখ্যমী মলিনা দেববর্মার স্বামীর চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখে সঙ্গে সঙ্গেই অটল বিহারী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারের মেডিক্যাল সুপার ডাঃ এস দেববর্মাকে চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশ দেন। মুখ্যমী সমীপেষু কর্মসূচিতে আজ মুখ্যমী প্রত্যেকের সমস্যা নিরসনের মাধ্যমে পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে এছাড়াও মুখ্যমীর সচিব ড: প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়, জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডাঃ শঙ্কর চক্রবর্তী, অটল বিহারী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারের মেডিক্যাল সুপার ডাঃ এস দেববর্মা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সরকার

● প্রথম পাতার পর

এবং ৮ বছর পর থেকে উৎপাদনের নিরিখে প্রতি হেক্টরে বছরে ৩ লক্ষ টাকা আয়ের সুযোগ রয়েছে। পাম ওয়েল গাছের অর্থনৈতিক আয়ুষকাল ৩০ বছর।

সাংবাদিক সম্মেলনে উদ্যান পালন দপ্তরের অধিকর্তা ফনিভূষণ জমাতিয়া জানান, উদ্যান পালন দপ্তর থেকে কৃষকদের সুবিধার্থে মোবাইল অ্যাপ তৈরি করার প্রক্রিয়া চলছে। আগ্রহী কৃষকরা এই মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে তাদের নাম নথিভুক্ত করতে পারবে।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

সঙ্গে সঙ্গে এলাকাবাসী মিলে রজ্জব আলীকে উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তারপর রজ্জব আলীর ছেলে রাতে রাধা কিশোরপুর থানায় তিনজনের বিরোধে মামলা দায়ের করেন। তিনজনকে রাতেই রাধাকিশোরপুর থানায় পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছে। আজ সকাল থেকে দোষীদের ফাঁসির দাবিতে রাঙামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন উদয়পুর — কিল্লা রাস্তা অবরোধে বসে এলাকাবাসি।

এলাকাবাসীর আরও অভিযোগ , বিশ্বজিৎ পাল নামে আরও একজন এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। তাকেও গ্রেপ্তার করার দাবি জানায়। এবং মৃত রজ্জব আলীর পরিবারের পাশে সরকারি সাহায্যের জন্য অনুরোধ করা হয়। এলাকার বিধায়ক রামপদ জমাতিয়ার খুনের সাথে জড়িত প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে এলাকাবাসী অবরোধ প্রত্যাহার করেন।

কৌতূহল

● প্রথম পাতার পর

এই বিরল প্রজাতির প্রানীটি রাস্তার মধ্যে দেখতে পায় এলাকাবাসী। তারপর খবর ছড়িয়ে পড়তেই উৎসুক জনতা ভিড় জমায় বিরল প্রজাতির প্রানীটিকে দেখার জন্য। খবর দেওয়া হয় বন দপ্তরে কর্মীদের। উৎসুক এলাকাবাসী চাইছে উদ্ধারকৃত প্রানীটি সুরক্ষিত স্থানে রাখার জন্য। জানা গেছে বিরল প্রজাতির ওই প্রাণীটি সুস্থ রয়েছে।

আহত ছাত্র

● প্রথম পাতার পর

থেকে ছিটকে পড়ে আহত হয় সুবীর দেবনাথ। প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে খোয়াইয়ের দমকল বাহিনীর গাড়ি দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে আহত কলেজ ছাত্রকে জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে।সেখানে চিকিৎসা হয় আহত ছাত্রের।দুই মোটর বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনায় আহত কলেজ ছাত্র সুবীর দেবনাথের ডান পায়ের গোড়ালি ভেঙে গেছে বলে চিকিৎসক জানিয়েছেন।

সরকারের

● প্রথম পাতার পর

সহায়তা প্রদান এবং বটতলা বাজারকে নতুন রূপে সাজিয়ে তোলার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, বটতলা বাজারকে আধুনিক বাজারে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ইতিমধ্যে বাজারকে আধুনিক বাজারে রূপান্তরিত করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সমীক্ষা শুরু হয়েছে। বটতলা বাজারের ব্যবসায়ীদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করার পাশাপাশি পাকিং জোনেরও ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান তিনি। ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে সরকার সব ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে ও জানান তিনি।

জীতেন্দ্রের

● প্রথম পাতার পর

জানানো হচ্ছে। বিশেষ করে ইমফলের মত যাতে মাল্টি স্টোরের একটি ভবন করা হয় এবং সমস্ত ধরনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা যায় তার জন্য দাবি জানানো হয়।

তিনি আরো বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পাশে রয়েছে সিপিআইএম। বহু ব্যবসায়ী এখানে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। তাদের এসডিআরএফ থেকে আর্থিক সহযোগিতা করার জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হবে বলে জানান জীতেন্দ্র চৌধুরী।

শুরু

● আটের পাতার পর

সাধারণ মানুষকে এনে তা দ্রুত বাস্তবায়নের পথ গ্রহণ করা হয়েছে। এখন আর মানুষকে দিনের পর দিন অফিসে অফিসে ঘুরে ঘুরে সরকারি কাজের জন্য তার নূন্যতম অধিকার যাচাই করার প্রয়োজন হয় না। একই ছাদের নিচে এক দিনে সমস্ত ধরনের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে এই কর্মসূচির মাধ্যমে। শুধুমাত্র শহরের মধ্যেই এই কর্মসূচি সীমাবদ্ধ নয় প্রতি গ্রামে গ্রামে এবং ব্লকে ব্লকে সাধারন মানুষের স্বার্থে প্রতিঘর সুশাসন ২.০ এবং বিকাশিত ভারত সংকল্প যাত্রা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

অভিষেক টাকা পাচ্ছেন কোথা থেকে, প্রশ্নের জবাব দিলেন মমতা

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে এবং বকেয়া মেটানোর দাবিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যাঁরা দিল্লিতে গিয়েছিলেন, তাঁদের পাওনা টাকা মেটাতে শুরু করেছেন তৃণমূলের 'সেনাপতি'।কিন্তু এত টাকা কোথায় পাচ্ছেন অভিষেক? এ নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। বুধবার বিধানসভায় সেই প্রশ্নের জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।দিল্লির অভিযান থেকেই অভিষেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার যদি দু'মাসের মধ্যে বকেয়া না মেটায়, তবে শ্রমিকদের টাকা ব্যক্তিগত ভাবে দেবেন।মমতা জানান, তাঁর দলের সাংসদেরা একত্রে এই টাকার ব্যবস্থা করেছেন। সকলে সম্মিলিত ভাবেই বকেয়া টাকা মেটানোর চেষ্টা করেছেন। তাঁর কথায়, "আমার দলের সাংসদেরা প্রত্যেকে এক লক্ষ টাকা করে দিয়েছেন। নিজেদের বেতন থেকে তাঁরা ওই টাকা দিয়েছেন। দিল্লিতে যে তিন হাজার মানুষ অভিষেকের সঙ্গে গিয়েছিলেন, তাঁদের বকেয়া সেই টাকা দিয়ে মেটানো হচ্ছে।'' পাশাপাশি, বিজেপিকে কটাক্ষ করে তাঁর বক্তব্য, "এমন বিরোধী দল, যারা বলে আসছে টাকা দেবে না! গরিব মানুষ কি কিছুই পাবে না?''লোকসভায় তৃণমূলের সাংসদ সংখ্যা ২২। রাজ্যসভায় ১৩ জন সাংসদ রয়েছেন তৃণমূলের। অর্থাৎ, মোট ৩৫ জন সাংসদ তাঁদের বেতন থেকে এক লক্ষ টাকা করে দিয়েছেন। এ ভাবে ৩৫ লক্ষ টাকা ওঠার কথা। মমতার কথা অনুযায়ী, তা থেকেই শ্রমিকদের বকেয়া মেটানো হচ্ছে।উল্লেখ্য, ১০০ দিনের কাজ-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বকেয়া টাকার দাবিতে গত ২-৩ অক্টোবর দিল্লিতে আন্দোলন করেছিলেন অভিষেক। তাঁর সঙ্গে দলের নেতাকর্মীরা ছাড়াও রাজধানীতে গিয়েছিলেন বহু 'বঞ্চিত' শ্রমিক। রেশন দুর্নীতি মামলায় ইডির জালে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তাঁর অনুপস্থিতিতে উত্তর ২৪ পরগনার সংগঠনের দিকে বাড়তি নজর দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আট সদস্যের কোর কমিটি গঠন করলেন তিনি। ৩৩টি বিধানসভায় কোথায় কী সমস্যা আছে, তা খতিয়ে দেখবে এই কমিটি।

ওই কোর কমিটিতে রয়েছেন সুজিত বসু, তাপস রায়, পার্থ ভৌমিক, রথীন ঘোষ, বিশ্বজিৎ দাস, নারায়ণ গোস্বামী, হাজি নুরুল এবং বীণা মণ্ডল। মমতার নির্দেশ অনুযায়ী, আগামিদিনে ১৫ দিন অন্তর ওই কমিটি বৈঠকে বসবে। ৩৩টি বিধানসভায় কোথায় কী সমস্যা আছে, তা খতিয়ে দেখবে এই কমিটি।বুধবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় নেতৃত্বের মধ্যে বিবাদ মিটিয়ে নেওয়ার বার্তা দেন তিনি। বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে সকলকে কাজ করার কথাও বলেন তৃণমূল নেত্রী। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের হাতেই ছিল উত্তর ২৪ পরগনার তৃণমূলের সাংগঠনিক ভার। গত ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় ভোট বৈতরণী পার করতে 'বালু'র উপরই ভরসা রেখেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে নির্বাচনের পর পরই দায়িত্ব কমানো হয় তাঁর। সূত্রের খবর, সেই সময় নাকি খানিকটা হতাশই করেছিলেন জ্যোতিপ্রিয়। তবে উত্তর ২৪ পরগনার সংগঠন বরাবরই শক্ত হাতে সামলেছেন জ্যোতিপ্রিয়। এর আগে অনুব্রতর গ্রেফতারি পরবর্তী সময়ে বীরভূমেও কোর কমিটি গঠন করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।অভিযোগ, কাজ করেও তাঁরা তাঁদের প্রাপ্য মজুরি পাননি। শুধু ১০০ দিনের কাজ নয়। আবাস যোজনা, গ্রামসড়ক যোজনার টাকাও কেন্দ্রীয় সরকার আটকে রেখেছে বলে দাবি তৃণমূলের।জানা যায়, দিল্লিতে যাওয়া শ্রমিকদের বকেয়া মেটাতে শুরু করেছেন অভিষেক। টাকার সঙ্গে তাঁদের কাছে যাচ্ছে একটি করে চিঠি। তাতে অভিষেক লিখেছেন, "প্রতিশ্রুতি মতো আর্থিক সাহায্য পাঠালাম। সপরিবার ভাল থাকুন। লড়াইয়ে থাকুন। মা-মাটি-মানুষের আন্দোলনে থাকুন। বকেয়া আদায়ের এই অধিকারের ড়াই চলতে থাকবে। জনবিরোধী, বাংলাবিরোধী কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এই লড়াই আমরা জিতবই।''অভিষেকের এই উদ্যোগ প্রকাশ্যে এলে বিজেপি পাল্টা প্রশ্ন তোলে। দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, "কে কাকে অর্থ দিচ্ছেন জানি না। তবে সরকারি টাকা ব্যক্তিগত ভাবে দেওয়া যায় বলে শুনিনি। যদি দেন, তবে পাপস্খালন করছেন। শ্রমিকদের বকেয়া টাকা চুরি করে তাঁদেরই ফেরত দেওয়া হচ্ছে। গরু-কয়লা পাচারের টাকা তো আর কম নেই।'' বুধবার তাই বিধানসভায় বিজেপির প্রশ্নের জবাব দেন মমতা।

না খেয়ে আছে ঠাকুর এই কথা শুনে শুনানি পিছিয়ে দিলেন ক্ষিপ্ত বিচারপতি

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর, (হি.স.): "না খেয়ে আছে ঠাকুর''। এই কথা শুনে রীতিমতো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন বিচারপতি। এর পরই শুনানি পিছিয়ে দিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।গল্ফগ্রিনের দু''টি ফ্ল্যাটের মালিক শেখর বিশ্বাস। অভিযোগ তার মধ্যে একটি ফ্ল্যাট বেআইনিভাবে দখল করে রেখেছেন এক ব্যক্তি। সেই ফ্ল্যাট মঙ্গলবার বেলা তিনটের মধ্যে খালি করতে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি। আদালতকে রিপোর্ট দিতেও নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি। অভিযোগ, পুলিশ এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ নেয়নি।সেই বিষয়ে বুধবার মামলার শুনানিতে মামলাকারী এই বিষয়টিই জানাতে গিয়েছিলেন আদালতে। আর সেই বক্তব্য শুনেই রুষ্ট হন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়।এদিন মামলাকারী বলেন, 'আপনার নির্দেশ মতো আমি ফ্ল্যাটের হস্তান্তর পাইনি। গোটা অ্যাপার্টমেন্ট তালা দিয়ে রেখেছে দখলকারী। ঠাকুর না খেয়ে আছে কাল থেকে।' বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন আবেদনকারী শেখর বিশ্বাস। আর এজলাসে কান্না দেখে স্বভাবতই রুষ্ট হন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বিচারপতি বলেন, 'ভারতবর্ষে কত মানুষ না খেয়ে আছেন জানেন? তাদের কথা আপনি ভেবেছেন কোনও দিন?' এর পরই ক্ষুব্ধ বিচারপতি মামলার শুনানি পিছিয়ে দেন ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত।প্রসঙ্গত, ১৯৬৮ সালে বাড়িতে পৌরহিত্যের জন্য উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে নিযুক্ত করেন শম্ভুনাথ বিশ্বাস। সেই সময় তাঁকে থাকার জন্য একটি কোয়ার্টারও দেওয়া হয়। ১৯৭০ সালে শম্ভুনাথ বিশ্বাসের মৃত্যুর পরেও উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে বহাল রাখেন তার ছেলে শেখর বিশ্বাস। অভিযোগ, ১৯৯৮ সালে উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বেআইনি নির্মাণ করার চেষ্টা করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে পৌরহিত্য থেকে অব্যাহতি দেন শেখর বিশ্বাস।কোয়ার্টার খালি করানোর জন্য আলিপুর আদালতে মামলা দায়ের হয়। ২০০১ সালে উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মৃত্যুর পরে তাঁর পরিবার জোর করে ওই কোয়ার্টার দখল করে বলে অভিযোগ। দীর্ঘ মামলা চলার পর সুপ্রিম কোর্ট থেকে নিজের পক্ষে রায় পান শেখর বিশ্বাস।তারপরেও কোয়ার্টার খালি করানো যায়নি বলে অভিযোগ। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর দু''বছর কেটে গেলেও দখলমুক্ত করা যায়নি কোয়ার্টার। মঙ্গলবারই বেলা তিনটের মধ্যে কোয়ার্টার খালি করানোর জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এমনকী কোয়ার্টারের ভিতর কোনও সামগ্রী থাকলে অবিলম্বে তা বের করতে হবে বলেও নির্দেশ দিয়েছিল আদালত।মঙ্গলবার বেলা চারটের সময় রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা ছিল পুলিশের। কিন্তু বুধবার আদালতে হাজির হয়ে আবেদনকারী জানান, আদালতের নির্দেশ মত পুলিশ ঘটনাস্থলে ছিল। কিন্তু তিনি ফ্ল্যাটের হস্তান্তর পাননি।

বিধানসভায় বিপজ্জনক পরিস্থিতি যুযূধান দুপক্ষের মধ্যে ঢাল হল পুলিশ

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর (হি.স.): বুধবার দুপুরে বিধানসভায় নাম না করে বিজেপি-কে আক্রমণ করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পরই ধর্মতলায় অমিত শাহের সভা শেষ হতে বিধানসভা চত্বরে ঢুকে পড়েন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবারই তাঁকে সাসপেন্ড করেছেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পর এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরির উপক্রম হয়। অবস্থা সামাল দিতে যুযূধান দুপক্ষের মধ্যে ঢাল হয়ে দাঁড়ায় পুলিশঅমিত শাহর সভা ঘিরে আগে থেকেই পারদ ছিল তুঙ্গে। বুধবার দুপুরে শহর কলকাতার বুকে, রাজ্য বিধানসভা চত্বরের উত্তেজনা চরমে উঠল। বিধানসভা চত্বরে বেনজির ভাবে সংঘাতে জড়ায় রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল এবং প্রধান বিরোধী দল বিজেপি। সাসপেন্ড হওয়ার পর আচমকাই বিধানসভায় এদিন প্রবেশ করেন শুভেন্দু অধিকারী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে "চোর, চোর'' ধ্বনি দিতে শুরু করেন তিনি।এর পাল্টা, তৃণমূলের তরফেও শুভেন্দুকে লক্ষ্য করে "চোর, চোর'' রব ওঠে। চিৎকার করে "চোর, চোর, মমতা চোর। চাকরি চোর মমতা, ডিএ চোর মমতা'' বলতে থাকেন তিনি। তাঁর সঙ্গে থাকা বিজেপি-র অ্যরা রব তোলেন, 'চোর ধরো, জেল ভরো'।

বিধানসভায় চত্বরে শুভেন্দু যখন এই ধ্বনি তুলছেন, সেই সময় অম্বেডকর মূর্তির সামনে ধর্নায় তৃণমূলের বিধায়করা। ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা আদায়ের জন্য চাপ বাড়াতে কালো পোশাকে অম্বেডকর মূর্তির সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন সকলে, যেখানে উপস্থিত ছিলেন খোদ মমতাও।বিধানসভা চত্বরে শুভেন্দুবাবু হইচই শুরু করার পর সেখান থেকেও "বিজেপি-র সবাই চোর'' ধ্বনি উঠতে শুরু করে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে মাটিতে বসে পড়েন শুভেন্দুবাবু। সেখান থেকে ৩০ ফুটের দূরত্বে সুর চড়াতে শুরু করেন তৃণমূলের বিধায়করাও। তাতে মুহূর্তের মধ্যে তেতে ওঠে বিধানসভা চত্বরের পরিস্থিতি।ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় লালবাজারের স্পেশাল ফোর্স। তৃণমূল এবং বিজেপি-র মাঝখানে কার্যত ঢাল হয়ে দাঁড়ায় তারা। এই পরিস্থিতিতে উত্তাপ বেড়ে চলে ক্রমশ। এর আগে রাজ্য বিধানসভায় এমন পরিস্থিতি কবে দেখা দিয়েছিল, তা স্মরণ করতে পারছেন না কেউই।অম্বেডকর মূর্তির পাদদেশ থেকে ধর্না শেষ করে বেরনোর সময় এ নিয়ে মুখ খোলেন মমতা। বলেন, 'বিধানসভায় অসভ্যতা করছে।স্পিকারকে ব্যবস্থা নিতে বলব। আমাকে নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ দেখিয়ে লাভ নেই। সারাজীবন লুঠ করেছে। গদ্দারদের আমাদের কেউ ভয় পায় না। কেউ কোনও কর্মসূচি নিলে আমরা কেউ বাধা দিই না।'

পারিবারিক অশান্তির জের, অন্ডালে নিজের শিশু সন্তানকে থেঁতলে খুন বাবার

দুর্গাপুর, ২৯ নভেম্বর (হি. স.) : সন্তান কার? আর সেই সন্দেহে পরিবারিক অশান্তি। তার জেরে নিজের শিশু সন্তানকে থেঁতলে খুনের অভিযোগ উঠল বাবার বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত বাবাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। বুধবার এমনই নৃশংস ঘটনাটি ঘটেছে খনি অঞ্চল অন্ডালের বহুলা মতিবাজার এলাকায়।

ঘটনায় জানা গেছে, অভিযুক্ত বাবা অজয় ভূঁইয়া পেশায় দিনমজুর। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, অজয় তার স্ত্রী কে সন্দেহের চোখে দেখতো। অভিযোগ, তাদের ৮ মাসের সন্তানকে নিজের সন্তান বলে অস্বীকার করত অজয়। তাই নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের সঙ্গে দাম্পত্য কলহ চলছিল। অজয় ভূঁইয়ার মা অমৃতা দেবী জানান, 'অজয় তার স্ত্রীকে ঘরে আনার জন্য বলেছিল। বৌমা বাড়িতে এলে সকলে সুখে থাকবে সে কারণেই বৌমাকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। আট মাসের সন্তানকে নিয়ে বৌমা বাড়িতে আসার পর থেকেই অজয় সন্তান নিজের বলে অস্বীকার করত। তাই নিয়ে স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হতো। বুধবার সকালে অজয় তার সন্তানকে কোলে করে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে বের হয়। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটা পরিত্যক্ত খোলা মুখ খনির ঝোঁপের কাছে অজয়কে দেখতে পাই। সন্দেহ হওয়ায় অজয় কে জিজ্ঞাসা করা হয়। জিজ্ঞাসা করা হয় সে তার সন্তানকে নিয়ে এসেছে কিনা।' তারপর তিনি পাড়া প্রতিবেশীদের ডাকেন। এলাকার লোকেরা তল্লাশী শুরু করে। এবং সেই ঝোঁপ থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় আট মাসের শিশুকে উদ্ধার করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে অন্ডাল থানার বনবহাল ফাঁড়ির পুলিশ। গুরুতর রক্তাত্ব অবস্থায় আট মাসের শিশুকে রাণীগঞ্জের একটা বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডে গা শিউরে উঠছে এলাকার বাসিন্দাদের। কিভাবে নিজের বাবা তার ৮ মাসের শিশুসন্তানকে হত্যা করতে পারে? ঘটনায় অভিযুক্ত অজয়কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। যদিও এবিষয়ে অভিযুক্ত অজয় ভূঁইয়া মুখ খুলতে নারাজ। পুলিশ জানিয়েছে, 'ঘটনার তদন্ত চলছে। এখনও কেন লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি।'

খেলাঙ্গন

বিজয় হাজারে : ব্যাটিং ব্যর্থতায় ত্রিপুরাকে হারিয়ে এগিয়ে কেরালা

কেরালা-২৩১(৪৭.১) **ত্রিপুরা-১১২(২৭.৫)**

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। সেই ব্যাটিং ব্যর্থতা। তাতেই পরাজিত ত্রিপুরা। কেরালকে অল্প রানে আটকে দেওয়ার পরও। জয়ের হ্যাটট্রিক করতে পারলেন না মণিশঙ্কর মুড়াসিং-রা। বিজয় হাজারে ট্রফি ক্রিকেটে। ব্যাঙ্গালুরুর আলোর ক্রিকেট আকাদেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরা পরাজিত হলো ১১৯ রানে। কেরালার গড়া ২৩১ রানের জবাবে ত্রিপুরা মাত্র ১১২ রান করতে সক্ষম হয়। রাজ্যদলের পক্ষে একমাত্র রজত দে ছাড়া কোনও ব্যাটসম্যানই ২২ গজে টিকে থাকতে পারেননি। পর পর তিন ম্যাচে চূড়ান্ত ব্যর্থ হওয়ার পরও কেনও প্রথম একাদশে পল্লব দে-কে রাখা হলো তা বোঝা গেলো না। এছাড়া দলনায়ক ঋদ্ধিমান সাহা-কে অতিতের ছায়া মনে হচ্ছে। টি-২০ পর এই আসরেও ব্যাট হাতে রান নেই ঋদ্ধিমানের। আসরে ৪ ম্যাচ খেলে ২ টি ম্যাচে জয় পেয়ে ত্রিপুরার পয়েন্ট ৮। ১ ডিসেম্বর ত্রিপুরার পঞ্চম প্রতিপক্ষ রেলওয়ে। সকালে টসে জয়লাভ করে কেরালার অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন প্রথমে ব্যাট নেয়। দলের দুই ওপেনার মহম্মদ আজারুদ্দিন এবং রোহন কুন্নোমল শুরুটা দুরন্ত করেন। ওপেনিং জুটিতে ১২২ বল খেলে ৯৫ রান যোগ করে দলকে বড় স্কোর গড়ার ইঙ্গিত দেন। আজারুদ্দিন ৬১ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৮ এবং রোহন ৭০ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৪ রান করে আউট হতেই কেরালা শিবিরে কালো ছায়া নেমে আসে। ত্রিপুরার বোলারদের দাপটে তখন বেকায়দায় কেরালা শিবির। শেষ পর্যন্ত ৪৭.১ ওভার ব্যাট করে সবকটি উইকেট হারিয়ে কেরালা ২৩১ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে শ্রেয়স গোপাল ৩৮ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪১,বাসিল টিম্পি ২২ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ এবং অখিল স্কেরিয়া ৪০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ রান করেন। ত্রিপুরার পক্ষে অভিজিৎ সরকার ৩৩ রান দিয়ে এবং বিক্রম দেবনাথ ৪১ রান দিয়ে ৩ টি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে শুরু থেকেই ক্রমাগত উইকেট হারাতে থাকে ত্রিপুরা। শেষ পর্যন্ত ২৭.৫ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১১২ রান করতে সক্ষম হয়। মিডল অর্ডারে রজত দে যদি প্রতিরোধ গড়ে না তুলতেন তাহলে ত্রিপুরার স্কোর ৮০ রানের গন্ডি পার হতো না।

রজত ৩৪ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ৫ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৬ রান করেন। এছাড়া ত্রিপুরার পক্ষে গনেশ সতীশ ৩১ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ এবং পল্লব দাস ২০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। ত্রিপুরার আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। কেরালার পক্ষে আখিল স্কেরিয়া ১১ রানে, আখিন ২৭ রানে ৩ টি করে এবং বৈশাখ চন্দ্রায়ন ১৪ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন।

বিজয় হাজারে ট্রফি ক্রিকেট : এ-গ্রুপ

দল	ম্যা:	জ:	প:	নো:	গড়	প:
মুম্বাই	৪	৪	০	০	৩.১০৬	১৬
কেরালা	৪	৩	১	০	১.০৪৩	১২
রেলওয়েজ	৪	২	২	০	০.৬১৮	৮
ত্রিপুরা	৪	২	২	০	০.৪৮৯	৮
সৌরাষ্ট্র	৪	২	২	০	০.০৬৮	৮
পন্ডিচেরি	৪	২	২	০	-০.৭০৩	৮
ওড়িশা	৪	১	৩	০	-১.৩৭১	৪
সিকিম	৪	০	৪	০	-২.৯৫৭	০

শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে দাবাড়ু আরাধ্যা, অয়নজিৎ সংবর্ধিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। নিজ স্কুলের সংবর্ধিত হলো দুই প্রতিভাবান দাবাড়ু। মঙ্গলবার ছিলো শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। ওই অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত করা হয় দুই দাবাড়ু আরাধ্যা দাস এবং অয়নজিৎ নাগ-কে। ওই স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে পাঠরত আরাধ্যা জাতীয় অনূর্ধ-৯ দাবহায় গেলোবছর তৃতীয় এবং এবছর নবম স্থান দখল করেছিলো। এছাড়া নার্সারিতে পাঠরত অয়নজিৎ দাবা-তে আত্মপ্রকাশ ত্রিপুরার সর্বকনিষ্ঠ দাবাড়ু হিসাবে। মাত্র ৪ বছর বয়সেই জাতীয় আসরেও নজর কেড়েছে অয়নজিৎ। স্কুলের অধ্যক্ষ দিনবন্ধু দাস সংবর্ধনা জানান ওই দুই প্রতিভাকে। এবং আগামীদিনে আরও এগিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন। স্কুলের ওই উদ্যোগের প্রশংসা করেন অভিভাবকরাও। নিজ স্কুলেই সংবর্ধিত হয়ে খুশি দুই দাবাড়ু। আগামীদিনে রাজ্যের পাশাপাশি স্কুলের নাম আরও উজ্জ্বল করবে প্রতিশ্রুতি দেয় দুই প্রতিভাবান দাবাড়ুই। প্রসঙ্গত: দুই দাবাড়ুই মেট্রিক্স চেস আকাদেমির শিক্ষার্থী।

বিজয় হাজারে ট্রফি : জয়ের হ্যাট্রিকের লক্ষ্যে ত্রিপুরা আজ কেরালার মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। জয়ের হ্যাটট্রিক করার লক্ষ্যে আগামীকাল মাঠে নামবে ত্রিপুরা। প্রতিপক্ষ কেরালা। ব্যাঙ্গালুরুর আলোর ক্রিকেট মাঠে হবে ম্যাচটি। বিজয় হাজার ট্রফি ক্রিকেটে। আসরে ৩ ম্যাচ খেলে ২ দলই দুটি করে ম্যাচে জয় পেয়েছে। শেষ দুই ম্যাচে ব্যাটসম্যান-রা রান পাওয়ায় কিছুটা স্বস্তি ত্রিপুরার শিবিরে। তবে স্বস্তির মধ্যে দুশ্চিন্তা ওপেনার পল্লব দাসকে নিয়ে। টানা ৩ ম্যাচে ব্যর্থ পল্লবকে কেরালা ম্যাচে দলে রাখার সম্ভাবনা কম। পল্লবের পরিবর্তে দলের হয়ে কে গোড়াপত্তন করবে তা আগামীকাল সকালে ম্যাচের আগে ঠিক করা হবে।

মঙ্গলবারে হাল্কা অনুশীলন সেরে নেন ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা। কেরালার বিরুদ্ধে জয় পেলে ত্রিপুরা এগিয়ে যাবে অনেকটাই, দাবি টিম ম্যানেজমেন্টের।

আপাতত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় টসে জয়লাভ করলে ত্রিপুরা প্রথমে ব্যাট নেবে। এবং চেষ্টা করবে বড় স্কোর গড়ে কেরালাকে চাপে ফেলে দিতে।

দলনায়ক ঋদ্ধিমান সাহা এখনও রানে ফিরেননি। প্রতি ম্যাচেই নীচের দিকে নামছেন। শক্তিশালী কেরালার বিরুদ্ধে দায়িত্ব নিতে হবে প্রাক্তন ভারতীয় দলের ওই উইকেট রক্ষকটিকে। এছাড়া দল তাকিয়ে থাকবে সুদীপ চ্যাটার্জি, সতীশ গনিশ, বিক্রম কুমার দাস এবং রজত দে-র দিকে। বল হাতে ত্রিপুরা তাকিয়ে থাকবে গেলো ম্যাচে ৫ উইকেট নেওয়া কোনাবন প্লে সেন্টারের জয়দেব দেব -এর দিকে। এছাড়া রয়েছেন রাণা দত্ত, মণিশঙ্কর মুড়া সিং এবং অভিজিৎ সরকার।

অন্তত একটা জয়ের প্রত্যাশায় ত্রিপুরা আজ চন্ডিগড়ের মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। নিজেদের চতুর্থ ম্যাচ খেলতে বৃহস্পতিবার মাঠে নামছে ত্রিপুরা। প্রতিপক্ষ শক্তিশালী চন্ডিগড়। জাতীয় সিনিয়র মহিলাদের ফুটবলে। ব্যাঙ্গালুরু ফুটবল স্টেডিয়ামে সকাল ১১ টায় শুরু হবে ম্যাচ। টানা প্রথম তিন ম্যাচে পরাজিত হয়ে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছেন ত্রিপুরার ফুটবলাররা। এর উপর সীমা, অঞ্জলী এবং অল্পাবতিদের চোট ভাবিয়ে তুলেছে কোচ সুজিত ঘোষদের। অপরদিকে ৩ ম্যাচ থেকে ৫ পয়েন্ট অর্জন করে কর্ণাটকের পাশাপাশি গ্রুপ থেকে পরবর্তী রাউন্ডে যাওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছে চন্ডিগড়। বুধবার দুপুরে দেড় ঘন্টা অনুশীলন করেন ত্রিপুরার ফুটবলাররা। অনুশীলন শেষে টেলিফোনে ত্রিপুরার কোচ সুজিত ঘোষ বলেন,'চন্ডিগড় যথেষ্ট শক্তিশালী প্রতিপক্ষ।সব বিভাগেই ওদের ভালো ফুটবলার রয়েছে। আমরা সীমিত শক্তি নিয়ে যতটা সম্ভব লড়াই করার চেষ্টা করবো। তবে সহজেই জমি ছাড়বে না আমার মেয়েরা'।

ইম্ফলে খেলো ইন্ডিয়া আসরে জুডোতে তানিয়া-র স্বর্ণপদক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। ঠিক ১০ দিনের মাথায় আরও একটি স্বর্ণপদক পেলো ত্রিপুরার তানিয়া। ত্রিপুরার নাম আবারও উজ্জ্বল করল জাতীয় আসরে। এবার ইম্ফলে আয়োজিত ইস্ট ইন্ডিয়া খেলো ইন্ডিয়া মহিলা লীগ জুডো চ্যাম্পিয়নশিপে ত্রিপুরার তানিয়া দাস প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক জিতে নিয়েছে। আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত এই খেলো ইন্ডিয়া আসরে আজ তানিয়া সাব-জুনিয়র গ্রুপে এই সাফল্য পেয়েছে। আগামীকাল ক্যাডেট গ্রুপের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

গত ১৮ নভেম্বর স্বর্ণ পদক পেয়েছিল ত্রিপুরার তানিয়া দাস। অনূর্ধ-১৪ বালিকাদের জুডো প্রতিযোগিতায়। জম্মু-কাশ্মীরে অনুষ্ঠিত জাতীয় স্কুল জুডো প্রতিযোগিতায়। ১০ দিনের ব্যবধানে দু-দুটো স্বর্ণ পদক জয় করে উদয়পুরের ভগিণী নিবেদিতা জুডো সেন্টারে প্রশিক্ষণরত ওই জুডোকারটি দারুন নজর কেড়েছে।

উদয়পুরের ভগিণী নিবেদিতা স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী তানিয়ার জুডোতে হাতেখড়ি মাত্র আড়াই বছর আগে। ওই সময়ে সেন্টারের কোচ তথা সহকারি ক্রীড়া আধিকারিক মিহির শীলের হাত ধরে। রাজ্য এবং জাতীয় আসরে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করার পর মাত্র দেড় মাস আগে ভূপালে এন সি ও-তে ভর্তি হয় সে। তানিয়ার পারফরম্যান্সে খুশি প্রাক্তন কোচ মিহির শীল। বলেন,'তানিয়া লম্বা রেসের ঘোড়া। আগামীদিনে রাজ্যকে আরও পদক এনে দেবে।' একদিন দেশের হয়েও প্রতিনিধিত্ব করবে বলে ক্রীড়াপ্রেমীদের প্রত্যাশা।

বিজয় মার্চেন্ট : মঙ্গলদৈ-এ কাল থেকে ত্রিপুরা তামিলনাড়ু ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। আসামের বাণিজ্য শহর গুয়াহাটি থেকে ৭০ কিলোমিটার পূর্বে ছোট্ট শহর মঙ্গলদৈ। ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা এখন এই শহর মঙ্গলদৈ-এ। সোমবারে রাজ্যের ক্রিকেটাররা সেখানে পৌছেছে। কোচের তত্ত্বাবধানে দুদিন ধরে প্রয়োজনীয় প্র্যাকটিস করে নিয়েছে খেলোয়াড়রা। আগামীকালও হালকা প্র্যাকটিসের পরিকল্পনা রয়েছে। বিজয় মার্চেন্ট ট্রফিতে ত্রিপুরার প্রথম ম্যাচ তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে। খেলা মঙ্গলদৈ স্পোর্টস এসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে। খেলা ১ থেকে ৩ ডিসেম্বর। গ্রুপে কিন্তু প্রথম সারির আরও চারটি দল রয়েছে। সেগুলো হলো মুম্বাই, বিদর্ভ, ওড়িশা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ। ১ ডিসেম্বর থেকে গুয়াহাটির জাগি রোডে আইকন ক্রিকেট একাডেমি গ্রাউন্ডে অন্ধ্র খেলবে মুম্বাইয়ের বিরুদ্ধে। একই সময়ে গুয়াহাটির আমিন গাঁও ক্রিকেট গ্রাউন্ডে উড়িষ্যা খেলবে বিদর্ভের বিরুদ্ধে। রাজ্য দলের খেলোয়াড়রা হল দেবজ্যোতি পাল (অধিনায়ক), রিয়াদ হোসেন (সহ অধিনায়ক), শঙ্খনীল সেনগুপ্ত, অভ্রজিত দাস, সোমরাজ দে, ময়ূখ চক্রবর্তী, অয়ন রায়, উজ্জয়ন বর্মন, আফতাব চৌধুরী, জয়দীপ দত্ত, আকাশ সরকার, দ্বীপ দেব, অরিফ মিয়া, সাগর দেবনাথ, আয়ুষ মানিক দেবনাথ, সুজিত ঋষি দাস, নীল দেববর্মা, সোম্রাংশু পাল, অর্ক জিৎ সাহা, সুব্রত চক্রবর্তী, মাহিন চৌধুরী, নীতিশ কুমার সাহানি, কিষান সরকার।

ইম্ফলে খেলো ইন্ডিয়া আসরে দারুন সাফল্য ত্রিপুরার জুডোকাদের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। দারুন সাফল্য ত্রিপুরার জুডোকাদের। বিশেষ করে মহিলা জুডোকারা তো দুর্দান্ত। দ্বিতীয় দিনে ত্রিপুরা দলের জুডোকারা সাতটি পদক জিতে নিয়েছে। তার মধ্যে একটি স্বর্ণ এবং দুটি রৌপ্য পদক রয়েছে। হেমা দেবী চাকমা প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক পেয়েছে। দেবরী ডার্লং ও জিশা চাকমা পেয়েছে রৌপ্য পদক। পপি ভৌমিক, চন্দ্রমুখী চাকমা, অনুসালিয়া রিয়াং ও প্রীতি সিনহা পেয়েছে ব্রোঞ্জ পদক। মঙ্গলবার প্রথম দিনে একটি স্বর্ণপদক দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল তানিয়া দাস। ইম্ফলে আয়োজিত ইস্ট ইন্ডিয়া

হাইকোর্টেও রূপকের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। আবারও আগাম জামিনের আবেদন খারিজ হলো রাজ্য ক্রীড়া জগতে বিতর্কিত নাম রূপক দেবরায়ের। এবার জামিনের আবেদন উঠেছিল ত্রিপুরা হাইকোর্টে। সেখানেও মহামান্য আদালত আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন। ত্রিপুরা স্টেট অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রূপক দেবরায়ের বিরুদ্ধে প্রচুর অর্থ নয় ছয় এবং প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগের ভিত্তি ধরে ত্রিপুরা হাইকোর্টের পিপি রাজু দত্ত, আজ বিকেলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানান। এদিকে থানায় জারি করা এফ আই আর-এর ভিত্তিতে পুলিশ রূপক দেবরায়ের তল্লাশি জারি রেখেছেন। এক সময় রূপক দেবরায় নিখোঁজ বলেও পুলিশ থেকে জানানো হয়েছিল। সম্প্রতি অল ত্রিপুরা প্লেয়ার্স ফোরাম থেকেও রূপক দেবরায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে রাজ্য প্রশাসনকে তার সংস্থাগুলো অবৈধ এবং বেআইনি ঘোষণা করার আর্জি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি দোষীদের শাস্তি বিধানেও আবেদন করা হয়েছে। উচ্চ আদালতে রূপক দেব রায়ের আগাম জামিন নাকচ হয়ে যাওয়ায় এবার হয়তো রূপক দেবরায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবেন বলে ক্রীড়া মহলের একাংশের ধারণা।

কোচবিহার ট্রফি খেলতে ত্রিপুরার অনূর্ধ ১৯ ক্রিকেটাররা এখন গোয়ায়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা এখন গোয়ায়। দুপুরের বিমানে গোয়ায় পৌঁছে হোটেলে উঠে বিকেলে কিছুটা ওয়ার্ম-আপ করে নিয়েছে। তবে তেমন ভারী প্র্যাকটিসে ব্যস্ত হয়নি কেউই। কোচবিহার ট্রফিতে ত্রিপুরার পরবর্তী ম্যাচ গোয়ার বিরুদ্ধে। খেলা নর্থ গোয়ায় পানজিম জিমখানা গ্রাউন্ডে। খেলা হবে ১ থেকে ৪ ডিসেম্বর। গ্রুপ লীগে তৃতীয় ম্যাচ। পরপর দুই ম্যাচে ইনিংসে হেরে গ্রুপ লিগে একেবারে সর্বশেষ স্থানে ত্রিপুরা রয়েছে। অনূর্ধ ১৯ কোচবিহার ট্রফিতে চার দিনের ম্যাচে এ ধরনের ট্র্যাডিশনাল পরাজয় ত্রিপুরার খেলোয়াড়, কোচ এমন কি রাজ্যের ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যেও এখন আর কোনও প্রভাব পড়ে না। এলিট গ্রুপে খেলছে। ইনিংস সহ বিশাল রানের ব্যবধানে হেরে ঘরে ফেরার মধ্য দিয়ে নিজেদের ক্যারিয়ারে জাতীয় ক্রিকেটের অংশগ্রহণের সংখ্যা বাড়ানোটাই এখন মুখ্য কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলা বাহুল্য, ত্রিপুরার প্রতিপক্ষ গোয়াও এখন পর্যন্ত সমপর্যায়ে রয়েছে। দুটো ম্যাচ খেলে নিয়েছে। তবে কোনও পয়েন্ট এখনও পায়নি। প্রথম ম্যাচে মুম্বাইয়ের কাছে ইনিংস সহ বারো রানে পরাজয়ের পর দ্বিতীয় ম্যাচে চন্ডিগড় এর কাছে চার উইকেটে পরাজিত হয়েছে। উল্লেখ্য, গ্রুপে বিদর্ভ কিন্তু পরপর দুটি ম্যাচে ইনিংস সহ জয় ছিনিয়ে পুরো ১৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রয়েছে। দ্বিতীয় শীর্ষে চন্ডিগড় দুই ম্যাচ থেকে ১৩ পয়েন্ট পেয়ে।

ত্রিপুরা সরকার
তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর
তপশিলী জাতি লাভার্থীদের মধ্যে সেলাই মেশিন, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান, উচ্চশিক্ষায় পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ঋণ প্রদান ও তপশিলী জাতি ছাত্র-ছাত্রী নিবাসগুলির মধ্যে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠান।
৩০শে নভেম্বর, ২০২৩ বিকাল ৩.০০ ঘটিকা।
রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন, হল নং - ১, আগরতলা।
উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি : প্রফেসর (ডা:) মানিক সাহা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা।
সম্মানিত অতিথি : শ্রী সুধাংশু দাস, মাননীয় মন্ত্রী, তপশিলী জাতি কল্যাণ, প্রাণী সম্পদ ও মৎস্য দপ্তর ত্রিপুরা সরকার।
বিশেষ অতিথি : শ্রী দীপক মজুমদার, মাননীয় মেয়র, আগরতলা পুর নিগম। শ্রী পিনাকী দাস চৌধুরী, বিধায়ক, মাননীয় চেয়ারম্যান, ত্রিপুরা তপশিলী জাতি সমবায় উন্নয়ন নিগম লি:। শ্রী বি. এস. মিশ্র, প্রধান সচিব, তপশিলী জাতি কল্যাণ, প্রাণী সম্পদ ও মৎস্য দপ্তর ত্রিপুরা সরকার।
সভাপতি : শ্রী হরিদুলাল আচার্যী, মাননীয় সভাধিপতি, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদ।
উক্ত অনুষ্ঠানে আপনার/আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ রইল।
অসীম সাহা, অধিকর্তা, তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা।
আগরতলা, ২৮শে নভেম্বর, ২০২৩
ICA/D-1336/23

PNIe-T NO®/57EE/PNIe-T /MECH.DIVN/AGT/2023-24 Dated 22/11/2023
The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system from Original Equipment Manufacturer(OEM) of Voltas AC System / Original Equipment Manufacturer(OEM) authorized service provider or any reputed firm having specified experience in maintenance of similar AC System and'Service centre in Tripura for the following work:
Name of work: Comprehensive Annual Maintenance Contract(CAMC) of Ductable type, Cassette type and Split type Air Conditioning machines installed at Digitization Room, 2nd Floor, High Court of Tripura Building, Agartala for a period of 02(Two) years
1, Estimated Cost: Rs 2,80,000.00
2. Earnest Money: Rs 5,600.00
3. Bid Fee: Rs 1,000.00
4, Last date & time for online Bidding: 11/12/2023 upto 3:00 PM
Note: | he bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C-3348/23
Executive Engineer
Mechanical Division, Agartala

Email-eedwsdivisionblgtri@gmail.com
PNIeTNo. 277/EE/DWS/BLG/2023-24 dated_23/11/2023
The Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh Sepahijala District, Tripura on behalf of the "Governor of Tripura" invites online percentage rate single bid system from eligible bidders up to 15.00 hrs. 26/12/2023 for "Drilling & development of 12 Nos. DTW with contractor's direct rotary drilling rig and other machinearies & equipments in/c providing of ERW pipes , Pea gravels etc. in different locations Sepahijala Dist. in Tripura durina-the year 2023-24" .For details please visit https:// tripuratenders .gov.in and https://etenders.gov.in / eprocure /app. or contact with at the O/O the Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarhfor clarifications. if any.
(Er.Subir Das)
Executive Engineer
DWS Division, Bishalgarh
ICA/C-3354/23

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণে গুণগতমান বজায় রাখতে হবে : মন্ত্রী

আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণে গুণগতমান বজায় রাখার পাশাপাশি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এর কাজ সমাপ্ত করতে হবে। কর্মসূচি রূপায়ণ নিয়ে কোনও সমস্যা দেখা দিলে দ্রততার সাথে তার সমাধানও করতে হবে। তাহলেই উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণে গতি আসবে। কুমারঘাটে পূর্ত দপ্তরের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে

পর্যালোচনা সভা

গতকাল ৫১-ফটিকরায় (এসসি) বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি নিয়ে এক পর্যালোচনা সভায় প্রাণীসম্পদ বিকাশমী সুধাংশু দাস একথা বলেন। সভায় তিনি বলেন, উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণে উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে যুক্ত প্রকৌশলীগণদের এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক রাজীব দত্ত, কুমারঘাট মহকুমার মহকুমা শাসক ডা. সুদীপ ভৌমিক, পূর্ত দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক বাস্তুকার রতিরঞ্জন দেবনাথ, পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক বাস্তুকার সুশান্ত চন্দ্র দেব, জলসম্পদ দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক বাস্তুকার শ্যামল কুমার দাস, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক বাস্তুকার পরিমল দেববর্মা প্রমুখ। সভায় প্রাণীসম্পদ বিকাশমী ৫১-ফটিকরায় (এসসি) বিধানসভা এলাকায় পূর্ত দপ্তর থেকে যে সমস্ত কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। তিনি বলেন, পূর্ত দপ্তর থেকে যে সমস্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলির গুণগতমান বজায় রেখে দ্রত শেষ করতে হবে। ফটিকরায় এলাকার যে সমস্ত সড়ক বর্ষাকালে চলাচলের পক্ষে উপযোগী নয় সেগুলির দ্রত সংস্কার করতে হবে। সভায় তিনি ফটিকরায় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠের উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি জানান, ইতিমধ্যেই এই বিদ্যালয়ের মাঠের উন্নয়নের জন্য যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর থেকে ১ কোটি টাকা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সভায় পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান, জলসম্পদ, গ্রামোন্নয়ন ও বিদ্যুৎ নিগমের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েও পর্যালোচনা করা হয়। পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তর থেকে জানানো হয় ৫১-ফটিকরায় (এসসি) বিধানসভা এলাকায় জলজীবন মিশনে ১১ হাজার ৮৬৯টি বাড়িতে পাইপলাইনে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। জলসম্পদ দপ্তরের কর্মসূচি নিয়ে প্রাণীসম্পদ বিকাশমী বলেন, ফটিকরায় এলাকায় এ সময়ে কৃষি জমিগুলি সজ্জি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। এই জমিগুলিতে জলসেচের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

ডিজিটাল বাজার ডট কম অ্যাপের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। ডিজিটাল ত্রিপুরা গড়ার লক্ষে আরও এক কদম এগিয়ে গেছে রাজ্য সরকার। এখন ডিজিটাল বাজার ডট কম অ্যাপে মাধমে ত্রিপুরায় উৎপাদিত সামগ্রী দেশের যে কোনও জায়গায় পৌঁছে দিতে এবং যে কোনও জায়গা থেকে অনলাইনে সামগ্রী ক্রয় করতে পারবেন ব্যবসায়ীরা। রাজ্যের শিল্প ও বানিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমার হাত ধরে আজ এই ডিজিটাল বাজার অ্যাপের উদ্বোধন হয়েছে। এদিন আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ওবিসি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান তাপস মজুমদার। এদিন শান্তনা চাকমা বলেন , এখন থেকে আগরতলার ব্যবসায়ীরা ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে তাদের সামগ্রী বিক্রি করতে পারবেন। ত্রিপুরার বিভিন্ন সামগ্রী দেশের যেকোনো রাজ্য থেকে অর্ডার করে এই ডিজিটাল বাজারের মাধ্যমে বুক করে নিয়ে যেতে পারবে ক্রেতারা।

কাঞ্চনপুরে কাঠ পাচারকারীদের দৌরাত্ম্য শক্ত হাতে দমনের দাবি এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ২৯ নভেম্বর।। খাসজমি দখলের প্রতিযোগিতা চলছে কাঞ্চনপুর মহকুমায়। লোপাট হচ্ছে বনজ সম্পদ। আর ঐ বনজ সম্পদ পাচারকারীদের রুখতে গ্রামের বনরক্ষীবাহিনী গঠন করছে কাঞ্চনপুর মহকুমা বন দপ্তর। এছাড়াও সাধারণ মানুষ বনজ সম্পদ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে একজোট হচ্ছেন। যেভাবে বনজ সম্পদ ধ্বংস হচ্ছে তাতে পাহাড় এলাকার মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। এদিকে গত কয়েকদিনে বনজ সম্পদ মাফিয়া এবং কাঠ পাচারকারিদের ডেরায় হানা দিয়ে বেশ কয়েকটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে বন দপ্তর। ঐ গাড়িগুলি দিয়ে চোরাই বনজ সম্পদ পাচার করছিল কাঠ পাচারকারীরা বলে দাবি বন দপ্তরের। এছাড়াও বেআইনিভাবে মূল্যবান গাছ কাটার জন্য ব্যবহৃত চেইন সো মেশিন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে পাচারকারীদের কাছ থেকে।জানা গেছে কয়েক লক্ষ টাকার চোরাই বনজ সম্পদ পাচারের সময় আটক করা হয়েছে গত কয়েক মাসে।

কাঞ্চনপুর মহকুমা বন আধিকারিক সুমন মিত্র, রেনার অমিয় সুত্রধর, ফরেষ্টার ভান্তি মুৎসুদ্দি সহ বন দপ্তরের তীব্র নজরধারীর কারনে কাঞ্চনপুর এলাকায় বনজ সম্পদ পাচারকারীদের দৌরাত্ম্য কমেছে। অবৈধ কাঠ বেপারী এবং চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করেছে মহকুমা বন দপ্তর। এদিকে লালজুরীর বুরসিংপাড়া জয়শ্রী এলাকায় পাচারকারীদের বিরুদ্ধে আরও জোরদার অভিযান শুরু হয়েছে। মহকুমা বন দপ্তরের ফরেস্ট প্রটেকশন ইউনিট কর্মীরা পাচারকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে কাঞ্চনপুর বিভাগীয় বন দপ্তরের আয়তাধীন কাঞ্চনছড়া -মাছমারা -লালজুরী -আনন্দবাজার- ভান্ডারীমা লালজুরীর বনাঞ্চলে হানা দিয়ে প্রতিদিনই প্রচুর পরিমাণে অবৈধ কাঠ আটক করছে। বন দপ্তর আরো কঠিন হাতে এই চোরাই কাঠ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করুক, দাবি উঠেছে স্থানীয় এলাকা থেকে।

শিশু শ্রমিক বন্ধে বিশেষ উদ্যোগ কৈলাসহর শিশু সুরক্ষা কেন্দ্র ইউনিটের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৯ নভেম্বর।। কৈলাসহর শিশু সুরক্ষা কেন্দ্র ইউনিটের উদ্যোগে কৈলাসহর বাজারের বেশ কয়েকটি দোকানে হানা দেওয়া হয়েছে। কোনো দোকানে শিশু শ্রমিক রয়েছে কিনা সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখেছেন জেলা শিশু সুরক্ষা কেন্দ্র ইউনিটের সদস্যরা। যদিও শিশু শ্রমিক হিসেবে এদিন কাউকেই শনাক্ত করা যায়নি। আগামী দিনেও এই ধরনের অভিযান জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন জেলা শিশু সুরক্ষা কেন্দ্রের আধিকারিকেরা।

আজকের এই অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন জেলা শ্রম দপ্তরের অফিসার রতন রায়, জেলা শিশু সুরক্ষা কেন্দ্রের আধিকারিক জয়দীপ দত্ত, ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল অফিসার সাগরদ্বীপ মালাকার, জেলা শিশু সুরক্ষা কেন্দ্রের কাউন্সিলর ডঃ এইচ লিসিওম শর্মা থেকে শুরু করে মেডিকেল টিম এবং কৈলাসহর থানার এস আই পঙ্কজ বর্মন, কৈলাসহর থানার এস আই মোজাম্মিল আলী থেকে শুরু করে কৈলাসহর থানার বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী।

রাজস্থানে কনটেইনার ট্রাক ও গাড়ির সংঘর্ষে মৃত্যু তিনজনের

জয়পুর, ২৯ নভেম্বর (হি. স.) : রাজস্থানের ডুঙ্গারপুর জেলার বিচিওয়াদা থানা এলাকায় একটি কন্টেইনার ট্রাক এবং একটি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার গভীর রাতে। নিহত তিনজনই একই পরিবারের। তারা বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখে। বুধবার ময়নাতদন্ত শেষে দেহ পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

হেড কনস্টেবল শিশুপাল সিং জানান, মঙ্গলবার রাত ১টা নাগাদ পুলিশ স্টেশন এলাকায় অবস্থিত জাতীয় সড়ক-৪৮-এ শিশোদ গ্রামের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ভুওয়ালি থানা এলাকার বাসিন্দা পঙ্কজ (২৫), অক্ষয় (২৭) এবং মহেশ (২৬), মঙ্গলবার কুশল মাংরি গ্রামে এক আত্মীয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পরে একটি গাড়িতে করে তাদের বাড়িতে ফিরছিলেন। এরপর জাতীয় সড়ক-৪৮-এর শিশোদ গ্রামের কাছে পেছন থেকে দ্রুত গতিতে আসা একটি কন্টেইনার তাঁর গাড়িকে ধাক্কা দেয়। সংঘর্ষ এতটাই মারাত্মক ছিল যে কন্টেইনারটি গাড়িটিকে প্রায় ত্রিশ ফুট সামনে টেনে নিয়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই তিনজনই মারা যান। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিনজনের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যায়। দুর্ঘটনার পর চালক কন্টেইনার ট্রাক রেখে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। চালকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তল্লাশি করা হচ্ছে।

ভ্যাটের টিকাকরণ কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। ভলান্টারি হেলথ এসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার উদ্যোগে মঙ্গলবার আগরতলার বনেদি হোটেলের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে টিকাকরণ নিয়ে রাজ্যস্তরীয় কর্মশালা। মোমেন্টাম রুটিন ইমিউনাইজেশন ট্রান্সফর্মেশন এন্ড ইকুইটি প্রজেক্ট এর অংশ হিসেবে এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্জী।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হেলথ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির মেম্বার সেক্রেটারি ডাক্তার নূপুর দেববর্মা, স্টেট ইমিনাইজেশন অফিসার ডাক্তার শ্রীবাস দেববর্মা, আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য, এসোসিয়েশনের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ডাক্তার শ্রীলেখা রায় প্রমূখ।

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে মিলে বিগত ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ভলানটারী হেলথ এসোসিয়েশন কোভিড-১৯ টিকা নিয়ে মানুষকে সচেতন ও মবিলাইজেশন করার ব্যাপারে কাজ করে চলেছে। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে রুটিন ইমিউনাইজেশনেও সচেতন ও মবিলাইজেশন কাজ করেছে ভ্যাট। মূলত সমস্ত কাজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে আগামী দিনে আরো বৃহতাকারে কাজ করতেই আজকের এই কর্মশালার আয়োজন।বিশেষ অতিথিদের হাত ধরে এদিন বিগত দু''বছরের অভিজ্ঞতার রিপোর্ট কার্ডও প্রকাশিত হয়। আজকের এই অনুষ্ঠানে রাজ্য এবং জেলা স্তরের স্বাস্থ্য আধিকারিকদের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা এবং পঞ্চায়েত রাজের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সোনামুড়ায় বাগান গাছ ধ্বংস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৯ নভেম্বর।। সোনামুড়া থানার ওসি পরিতোষ দাস, সোনামুড়া থানা আসার পর, রাজের মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে, বিভিন্ন নেশা বিরোধী অভিযানে কোমর বেঁধে নেমেছেন,।থানা এলাকার, ndps আসামি গ্রেফতার থেকে শুরু করে, এবং প্রতিদিন থানা এলাকায়, কোথাও না কোথায় নেশা বিরোধী অভিযান চলছে। ঠিক তেমনি থানা এলাকার আজকে সকাল অনুমান ৯ টা থেকে সোনামুড়া থানা স্টপ, ডিআইবি স্টাফ এবং সিআরপিএফ গাজা গাছ ধ্বংস করার একটা স্পেশাল অভিযান চালায় ঘাটিগর কমলনগর, কৃষ্ণদলা এলাকাতে। ওই এলাকাতে মোট ৩৫০০০ গাঁজা গাছ আমরা ধ্বংস করা হয় ।তবে জি এলাকা আজকে গাঁজা গাছগুলি ধ্বংস করা হয়েছে, সেগুলি বন দপ্তরের, রিজার্ভ জায়গা বলে জানা গেছে, একান্ত এক সাক্ষাৎকারে শোনাবোরা থানার ওসি পরিতোষ দাস বলেন, এ ধরনের নেশা বিরোধী অভিযান, আগামী দিনেও জারি থাকবে, তার পাশাপাশি তিনি আরো বলেন, থানা এলাকার যেকোনো অপরাধমূলক কাজকর্ম হোক না কেন, সেগুলি নির্মল করার লক্ষ্যেথানা কাজ করে যাবে এবং কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।

কর্মসংস্থান ও নেশার বিরুদ্ধে সরব বাম যুব সংগঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। বুধবার বামফ্রন্টের দুই সংগঠন ডিওয়াইএফআই এবং টিওয়াইএফ- এর যৌথ উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ডি ওয়াই এফ আই এর রাজ্য সভাপতি নবারুণ দেব সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সরব হন নেতৃত্বরা।

নবারুণ দেব এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের বেকার সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেছেন নিজ বক্তব্যে। তিনি অভিযোগ করেন, ২০১৪ সালে মোদি সরকার দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলছে বেকার সংখ্যা।

পাশাপাশি তিনি মানব পাচারের বিষয় নিয়েও সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান। তাছাড়া শিক্ষক স্বল্পতা, এডিসি এলাকার উন্নয়ন সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এদিন তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলন থেকে রাজ্যের বেকার সমস্যা নিঃসরণ সহ নেশার সাম্রাজ্য বন্ধের দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন নেতৃত্বরা।

প্রতিঘরে সুশাসন ২.০ এবং বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৯ নভেম্বর।। বুধবার ধর্মনগর পুরো পরিষদের উদ্যোগে বিবিআই প্রাঙ্গনে দুদিন ব্যাপী প্রতিঘর সুশাসন ২.০ এবং বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা শুরু হয়েছে।

এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ দে সরকার, উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারপারসন মঞ্জু নাথ, ধর্মনগর পুরো পরিষদের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার বিবেক এইচ বি এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্যামল নাথ। উদ্বোধক প্রদ্যুৎ দে সরকার জানান গত বছর প্রতিঘড় সুশাসন এই প্রকল্পে ধর্মনগর পুরো পরিষদ পরিষেবার মাধ্যমে রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান দখল করেছিল। এবারও প্রতিটি ওয়ার্ডে এই পরিষেবা দেওয়ার পর এখন চারটি চারটি ওয়ার্ড করে একত্রিতভাবে এই পরিষেবা দেওয়ার কর্মসূচি চলছে। বি বি আই স্কুল প্রাঙ্গণে দুই দিনব্যাপী অর্থাৎ ২৯ এবং ৩০ নভেম্বর প্রতিঘর সুশাসন ২.০ এবং বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা কর্মসূচি রূপায়ণের কাজ চলবে। এখানে একই ছাদের নিচে মানুষের যে বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা গুলি দিনের পর দিন ঘুরতে ঘুরতে কাজ হচ্ছে না তা একদিনে মানুষের হাতে হাতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ উদ্যোগে এই কর্মসূচির আওতায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ওভার ব্রিজ ভাঙ্গার প্রতিবাদে পথ অবরোধ এলাকাবাসীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৯ নভেম্বর।। রেল দপ্তরের পক্ষ থেকে ওভার ব্রিজ ভাঙ্গার প্রতিবাদে সরব হয়েছে এলাকাবাসী। আজ সকাল দশটায় থেকে ধর্মনগর -তিলথৈ- পানিসাগর রাস্তার উপর এলাকাবাসীরা পথ অবরোধ করেন। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে প্রায় দুই ঘন্টা পর ঘঠনাস্থলে এসে পৌঁছান পানি সাগর মহকুমা শাসক, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং রেল দপ্তরের আধিকারিকরা।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে , গত ১৯ নভেম্বর তিলথৈ- খাসিয়া বাড়ি রাস্তায় রেল লাইনের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া উড়ালপুলের কিছু অংশ আকস্মিকভাবে রেল দপ্তরের পক্ষ থেকে ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং জয়েস্ট পুতে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে এলাকাবাসী চরম দুর্দশার সম্মুখীন হয়। জানা যায় এই ওভার ব্রিজ ভাঙ্গার ফলে রাস্তার দুই দিকের বসবাসকারী জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। যার ফলে দুই রাস্তার দুই দিকে বসবাসকারী পরিবার গুলির মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী, পানীয় জল সহ জীবন যাপনের উপযোগী পারিপার্শকি পরিকাঠামোর সহ সামগ্রিক দিক থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে উভয় দিকের বসবাসকারী জনগণের মধ্যে জীবন যাপন স্তব্ধ হয়ে পড়ে। এরই প্রতিবাদস্বরূপ আজ বুধবার ২৯ নভেম্বর যুবরাজ নগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ সহ এলাকার অন্যান্য নেতৃত্বরা রেল দপ্তরের এই খামখালী পূর্ণ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এলাকাবাসীর সঙ্গে রাস্তা অবরোধে সামিল হয়েছে। প্রায় দুই ঘন্টা রাস্তা অবরোধ থাকার ফলে উভয় দিকে শত শত গাড়ি সহ অফিসে যাত্রী, স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন পেশার সকলেই আটকা পড়ে। ফলে যাত্রী দুর্ভোগ চরম রূপ ধারণ করে। খবর পেয়ে প্রায় দুই ঘন্টা পর ঘঠনাস্থলে এসে পৌঁছান পানি সাগর মহকুমা শাসক, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং রেল দপ্তরের আধিকারিকরা। এসে উপস্থিত এলাকাবাসী, বিধায়ক সহ অন্যান্য স্থানীয় নেতৃত্বদের সঙ্গে পারস্পরিক দীর্ঘ আলোচনা আলোচনা শেষে এক সপ্তাহের মধ্যে দাবি পূরণের আশ্বাস দিলে এলাকাবাসী পথ অবরোধ মুক্ত করে।

বাল্যবিবাহ রোধে সচেতনতা সভা বিলোনিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৯ নভেম্বর।। ১৮ বছর নিচে বালিকাদের বিবাহ রোধ করা এবং জনগনকে সচেতন করার জন্য দক্ষিণ জেলা শাসক সাজু ওয়াহিদ এ নিজ উদ্যোগে এমনই দিনে বালিকা মঞ্চ গঠন করেন, এই মঞ্চের সাফল্য অনেক, এই মঞ্চ গঠন হওয়ার পর দক্ষিণ জেলাতে বাল্য বিবাহ কিছুটা রোধ করতে পেরেছে, সেই সাথে বালিকাদের বিদ্যালয় মুখি করতে পেরেছে, আজ এই মঞ্চের এক বছর পূর্তি হয়েছে, এই পূর্তি উপলক্ষে দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক বালিকা মঞ্চের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ,দক্ষিণ জেলা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বুধবার সাড়ে বারোটায় এই দিনের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় আয্যকলোনি শচীন দেববর্মন অডিটোরিয়াম , উপস্থিত অতিথিদের হাত ধরে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন আর অন্যদিকে আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে এই সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে সূচনা হয় বালিকা মঞ্চের আলোচনা সভা, বালিকা মঞ্চ দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক কি ধরনের কাজ করেছে এবং কাজের সফলতা কি সেই বিষয়ে জেলা শাসক স্বাগত ভাষণের মধ্য দিয়ে তথ্য তুলে ধরেন ,এরপর শুরু হয় অতিথিদের আলোচনা , আলোচনা রাখতে গিয়ে , বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক এলাকা, পঞ্চায়েত, বিভিন্ন শাখা সংগঠনের বিশেষ ভূমিকা গ্রহন করে এগিয়ে আসার আহ্বান রাখেন, অনেক ক্ষেত্রে এলাকার জনগন বা প্রতিবেশীদের যথেষ্ট সহযোগিতা পাওয়া যায় না বলে আলোচনার মধ্যে উঠে আসে ও আলোচনা করে বক্তাগণ, বাল্যকালে মেয়েদের বিবাহ দেওয়া হলে তার কুফল গুলি নিয়ে আলোচনা করেন অতিথিগন , বালিকা মঞ্চের প্লেট ফর্মে দক্ষিন জেলা বাল্য বিবাহ রোধে এক বৎসর ভালো কাজ করেছে তাদের পুরস্কৃত করা হয় এই দিনের আয়োজিত মঞ্চে, বেষ্ট পারফোর্মিং স্কুল শান্তির বাজার বোকাফা কালি প্রসাদ বাড়ি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল, বেষ্ট পঞ্চায়েত ঋষ্যমুখ জয়পুর গাঁও পঞ্চায়েত,বেষ্ট পারফর্মীং চেয়ারপার্সন হরিনা বালিকা বিদ্যালয়, বেষ্ট পারফর্মীং কনভেনার তনুশ্রী রায় ঋষ্যমুখ এইচ এস স্কুল,বেষ্ট পারফর্মীং নোডাল অফিসার সঞ্জয় শীল ডিসিএম বিলোনীয়া, বেষ্ট পারফর্মীং এসডিএম রতন ভৌমিক বিলোনীয়া, বেষ্ট পারফর্মীং পুলিশ অফিসার বিলোনীয়া মহিলা থানার ওসি স্বপ্না ভৌমিক, সাহসিকতার উপর পুরস্কৃত করা হয় বিলোনীয়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছাত্রী রিপা দাস কে, এইদিনের অনুষ্ঠানে ছিলেন মন্ত্রী শুক্লা চরন নোয়াতিয়া, জেলা সভাধিপতি কাকলি দাস দত্ত, জেলাশাসক সাজু ওয়াহিদ এ, বিলোনীয়া পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, সহ অন্যান্য অতিথিগন ,এছাড়া দর্শকাসনে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র ছাত্রী অভিবাবকগন উপস্থিত ছিলেন এই দিনের আয়োজিত অনুষ্ঠানে।

সাংবাদিক সংগঠনের উদ্যোগে সচেতনতা শিবির চড়িলামে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ নভেম্বর।। নেশা মুক্ত সুস্থ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে শান্তিপ্রিয় সংস্থার উদ্যোগে সিপাহীজলা জেলা পরিষদ এবং ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশন বিশালগড় মহকুমা কমিটির সহযোগিতায় নেশা ও বাল্য বিবাহ বিরোধী সচেতনতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ নভেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় দক্ষিণ চড়িলাম ৬ নং কলোনি শান্তিপ্রিয়া সংস্থার প্রাঙ্গণে সচেতনতামূলক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পান্নালাল সেন, বিশালগড় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ভবতোষ ঘোষ, সংস্থার সভাপতি সুমন দেবনাথ, সমাজ সেবক অমল দেবনাথ, ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশন বিশালগড় মহকুমা কমিটির সভাপতি সমীর ভৌমিক সম্পাদক খোকন ঘোষ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ ছিল বাউল সংগীতানুষ্ঠান। উদ্বোধক জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত বলেন যুব সমাজের ওপর ভর করে ভারতবর্ষ উন্নয়নের শিখড়ে পৌঁছে যাচ্ছে। কিন্তু এই যুব সমাজকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র চলছে। যুব সমাজকে নেশার করালগ্রাস থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব সবাইকে নিতে হবে। তিনি বলেন মেয়েদের বোঝা ভাববেন না। মেয়েদের অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে দেওয়া অপরাধ। মেয়েদের পড়াশোনা করতে সুযোগ দিন। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পান্নালাল সেন বলেন শুধু পুলিশ একা পারবেনা। সমাজ সংঘবদ্ধ হলে নেশার করালগ্রাস থেকে সমাজকে রক্ষা করা যাবে। বিশালগড় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ভবতোষ ঘোষ বলেন সামাজিক সাংস্কৃতিক পারিবারিক ব্যবস্থা ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র দীর্ঘদিনের। শিশুদের সঠিক দিশা দেখানোর গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে অভিভাবকদের।

নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার আহবানে পুলিশ সাংবাদিক প্রীতি ভলিবল ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ নভেম্বর।। বুধবার বিকালে জেলা পুলিশ সুপার বি জে রেড্ডির আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে জেলার সাংবাদিকরা ভলিবল ম্যাচে অংশ নেন। নেশা মুক্ত সমাজ গঠনের আহবানে সিপাহীজলা জেলা পুলিশের উদ্যোগে প্রীতি ভলিবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। খেলার শুরুতে খেলোয়াড়দের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন পুলিশ অফিসার এবং সাংবাদিকরা। পুলিশ টিমে খোদ অংশ নেন জেলা পুলিশ সুপার বি জে রেড্ডি। অপরদিকে বিশালগড় প্রেস ক্লাবের সহসভাপতি সমীর ভৌমিক, সম্পাদক তাজুল ইসলাম সাংবাদিক টিমে দারুণ খেলেন। দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে জোর লড়াই হয়। যদিও শেষ পর্যন্ত ম্যাচে জয়লাভ করে পুলিশ টিম। রানার্স সাংবাদিকদের হাতে ট্রফি তুলে দেন জেলা পুলিশ সুপার বি জে রেড্ডি। বিজয়ী পুলিশ টিমের হাতে ট্রফি তুলে দেন বিশালগড় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ভবতোষ ঘোষ। জেলা পুলিশ সুপার বি জে রেড্ডি বলেন নেশা মুক্ত জেলা গড়ার কাজে সাংবাদিকদের ভূমিকা অপরিসীম। আগামীদিনেও সাংবাদিকদের সহযোগিতা চেয়েছেন তিনি। ম্যাচ শুরুর আগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে নেশার বিরুদ্ধে জেলা পুলিশের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরেন জেলা পুলিশ সুপার বি জে রেড্ডি। তিনি জানান চলতি বছরে ১১১৯৩৩ টি ফেনসিডিল ২১৩৩১০ টি ইয়াবা ১৪৬৩৮ কেজি শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে জেলার বিভিন্ন থানা। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে গত দশ দিনে ৩১ টি ড্রাইভিং লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ১৫ টি নাবালিকা অপহরণের অভিযোগ এসেছে। এরমধ্যে ১৪ জনকে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। এছাড়া ৭৯ জন বাংলাদেশী, ৩ জন রোহিঙ্গা, ১ জন ওগান্ডার নাগরিককে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশের কারণে আটক করা হয়েছে। তিনি জানান নেশা পাচার বাণিজ্য, মানব পাচার সহ সবধরনের অপরাধ দমনে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করছে পুলিশ। সরকারের নেশা মুক্ত সমাজ গড়ার আহবান বাস্তবায়নে সকল অংশের নাগরিকদের সহযোগিতা কামনা করেন জেলা পুলিশ সুপার বি জে রেড্ডি। সাংবাদিক সম্মেলনে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র চৌধুরী সহ অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।